গোষ্ঠী কথা।

অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যম্।

কৃষ্ণদাস বৈরাগী রাধাবিনোদ গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল প্রভু! 'অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং' শ্রীমদ্ভাগবতের যে এই শ্লোকটী আছে, ইহার অর্থ কি? গোস্বামীর সংস্কৃতশাস্ত্র পড়া শুনা ছিল না, তথাপি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন কৃষ্ণদাস! শোন—'অহোভাগ্য'—তুমি যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা তোমার পরম ভাগ্য—'মহোভাগ্যং' আমারও পরম ভাগ্য। 'নন্দগোপব্রজৌকসাং' নন্দের গৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব নন্দের ভাগ্য;—গোপদিগের সহিত তিনি ধেনুচারণ করিয়াছিলেন, অতএব গোপের ভাগ্য; আর তিনি ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন, অতএব ব্রজেরও ভাগ্য।—এই অর্থ শুনিয়া কৃষ্ণদাস প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া ফুকুরে কান্দিয়া উঠিল—অনেক ক্ষণের পর ক্রন্দনসম্বরণ করিয়া প্রভুর কৃত বচনার্থ মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল এবং দেখিল 'অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপ-

ব্রজোকসাং'—ইহার সকল পদেরই অর্থ হইয়াছে, কেবল একটী 'কসাং' বাকী আছে। তখন জিজ্ঞাসা করিল প্রভু! এ 'কসাং'টার অর্থ কি? গোস্বামী বুদ্ধিবলে তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং কহিলেন, কৃষ্ণদাস! বামণপণ্ডিত বেটারা বড় পাষণ্ড—উহাদের নিকট যাইতে নাই—কিন্তু ভাগবতে গোটাকত ঐরূপ কসাং আছে, উহার অর্থ গোস্বামীরা কেহই করিতে পারেন না—বামণপণ্ডিত বেটারাই পারে, ও বেটাদের নিকট ঐ 'কসাংগুলা'র জন্যই যাইতে হয়।

আকারেই ব্যক্ত।

(২)

মহাদেবতর্কভূষণের পুত্র ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আপনার সাংসারিক ক্লেশের কথা জানাইয়া কহিল, মহাশয়! আমার পিতা কেবলবিখ্যাত লোক ছিলেন, কিন্তু আমি উদরান্নের জন্য লালায়িত—আমার বড় দুরদৃষ্ট। বিজ্ঞব্যক্তি কহিলেন—তাহা আকারেই (?) ব্যক্ত হইতেছে।

আগাড়ী পেস্ কিয়ানেই কাহে?

(৩)

আবদুল রহমন কাটোয়ার মুন্সেফ ছিলেন। একটা মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী উভয়ের সহিতই তাঁহার

বন্দোবস্ত হইতেছিল। বাদী ২৫ টাকা ও প্রতিবাদী ৫০ টাকা উৎকোচ দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিবসে প্রতিবাদীর টাকা আসিয়া পৌঁছিল না—সুতরাং হাকিম বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ডাকের পত্রমধ্যে প্রতিবাদীর নিকট হইতে ৫০ টাকার নোট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিবাদীর মোক্তার সেই নোট অপর কয়েকখানি খসড়া কাগজের সহিত একত্র করিয়া "হুজুর! এই মোকদ্দমায় আমার যে উৎকৃষ্ট দলিল ছিল, তাহা এই মাত্র ডাকে আসিয়া পৌঁছিল—একবার দৃষ্টিপাত করুন" এই বলিয়া হাকিমের হস্তে দিল। হাকিম খসড়া কাগজের সহিত ৫০ টাকার নোট দেখিয়া কহিলেন, "তোমারা এস্‌মাফিক মাতব্বর দলিল থা, আগাড়ী পেস্‌ কিয়ানেই কাহে?—আচ্ছা সানী তজ্‌বীজ্‌কা ওয়াস্তে দরখাস্ত কর"।

আডিসনাল রাখি।

(৪)

খেলারাম মণ্ডল হুগলীর আডিসনাল জজের নিকট সাক্ষ্য দিতেছিল। জজসাহেব কূটপ্রশ্নদ্বারা খেলারামকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; ইহাতে খেলারাম একটু চটিয়াছিল। জজসাহেব জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "তুমি কি করিয়া খাও?" খেলারাম উত্তর করিল "চাষ করিয়া।" জজসাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কয়টা হেলে গোরু আছে?" খেলারাম কহিল "৩টা।" জজসাহেব জিজ্ঞাসাকরিলেন "২টা গোরুতে চাষ হয়, অথবা ৪টা গোরুতে চাষ হয়—৩টায় কিরূপে চাষ হয়?" খেলারাম উত্তর করিল আজ্ঞে, যখন্ "কাজের বড় চাপ পড়ে, তখন ১টা আডিসনাল রাখি।"

আদিও নাই অন্তও নাই।

(৫)

একদা গোপাল ভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বহুসংখ্যক মাগুর মাছ উপহার দিয়াছিল। রাজা ঐ মৎস্য আহার করিবার পরে গোপালকে দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, গোপাল! তুমি আজি এত মৎস্য দিয়াছিলে যে, সে মৎস্যের অন্ত নাই। গোপাল কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! শুদ্ধ তাহা নহে—ও মৎস্যের আদিও নাই অন্তও নাই। (মাগুর—অন্তহীন—? আদিঅন্ত হীন—?

আপনি কামড়াইয়াছে।

(৬)

দীননাথ সরকার—গুরুমহাশয়। পাঠশালার ছাত্র

সুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকটে গিয়া নালিশ করিল, গুরুমহাশয়! কেনারাম আমার কাণ কামড়াইয়া দিয়াছে। গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে কেনারামকে ডাকিয়া ধমকাইলেন, এবং 'কেন তুই উহার কাণ কামড়াইয়া দিলি?' এই বলিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেনারাম চক্ষু মুছিতে মুছিতে ক্রন্দনস্বরে কহিল 'না গুরুমহাশয়—আমি উহার কাণ কামড়াই নাই গুরুমহাশয়!—গুরুমহাশয় কহিলেন, এই দেখ্, কাণ দিয়া রক্ত পড়িতেছে—দাঁতের দাগ বসিয়াছে, তুই কামড়াস্ নাই ত কে কামড়াইল? কেনারাম ঐরূপস্বরে উত্তর করিল 'ও আপনার কাণ আপনি কামড়াইয়াছে গুরুমহাশয়'।

আপনি খাইয়াছ!

(৭)

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটী অত্যুৎকৃষ্ট আম্র পাইয়া নিজপুত্র শিবচন্দ্রকে খাইতে দিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র আবার সেটী নিজে না খাইয়া আপন পুত্রকে খাওয়াইয়াছিলেন। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া মহাবিরক্ত হইলেন, এবং পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন শিবচন্দ্র! আমি একটী উপাদেয় ফল পাইয়া স্বয়ং খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি এমনই কুপুত্র যে, সেটী আমার খাইতে না দিয়া আপনি খাইয়াছ?

আমার বাপকে ভাত দিব কি সে?

(৮)

রাজচন্দ্রঘোষ বৃদ্ধ হওয়ায় সাংসারিক কোনও কর্ম্মকার্য্য করিতে পারিত না—এ জন্য তাহার পুত্র সুবল তাহাকে বড়ই কষ্ট দিত। বৃদ্ধের স্ত্রী ছিল না—সুতরাং বাহির বাটীর একটী ঘরে এক ছেঁড়া মাদুরে শয়ন করিয়া থাকিত—বস্ত্র মলিন ও শতগ্রন্থি-যুক্ত। পুত্রবধূরা যথাকালে সেইখানে ভাত দিয়া আসিত; বৃদ্ধ তাহা খাইয়া স্বয়ং উচ্ছিষ্টমোচন করিত ও ভোজনপাত্রটী ক্ষালনকরিয়া রাখিত। ইহাতে যদি কোনও কিছু ত্রুটি হইত, বধূদিগের মুখঝামটার সীমা থাকিত না। বৃদ্ধের এইরূপ দুরবস্থাদর্শনে সুবলের পুত্র সদয় সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিত, কিন্তু দুর্দ্দান্ত পিতার ভয়ে কিছুই করিতে পারিত না। সে একদিন অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া পিতামহকে কহিল ঠাকুরদাদা! তুমি যদি বাবার ও আমার সাক্ষাতে এই ভাতখাবার পাথরটী ভাঙ্গিতে পার, তাহা হইলে বোধহয় আমি তোমার দুঃখদূর করিতে পারি। রাজচন্দ্র কহিল ভাই! যথাকালে এক মুঠা ভাত পাইতেছি—তোমার ইচ্ছা বুঝি, তাহাও না পাই—তাই এ পরামর্শ দিতেছ! পাথর ভাঙ্গিলে কি রক্ষা থাকিবে? ভাত পাওয়া দূরে থাকুক, তোমার বাপ মার তাড়নাতেই আমার প্রাণ যাইবে। সদয়

কহিল না দাদা! তুমি পাথর ভাঙ্গ—এ জন্য কিছু কষ্ট পাও, তাহার দায়ী আমি রহিলাম। পৌত্রের এইরূপ বার বার জেদ্ এড়াইতে না পারিয়া বৃদ্ধ সম্মত হইল, এবং এক দিন ভোজনান্তে পাথর ধুইয়া আনিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্খলিতপদ হইয়া পাথরটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পৌত্র সদর অমনি লাঠিহাতে নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক কহিল, তবে রে শালা বুড়ো! তুই যে পাথর ভাঙ্গিলি?—এমন কাণাভাঙ্গা মেটে পাথর আমাদের ঘরে আর নাই—আমি ভাবিয়াছিলাম, তুই মরে গেলে এই পাথর তুলিয়া রাখিব এবং আমার বাপ বুড়া হইলে ইহাতেই তাহাকে ভাত দিব। এখন্ তুই শালা! এ পাথর ভাঙ্গিয়া ফেলিলি—আমার বাপকে ভাত দিব কিসে?

আমি অর্থার্থী।

(১)

রামচন্দ্রভট্টাচার্য্য গাঁজাটা আষ্টা খাইতেন—একটু পাগলামীরও ছিট ছিল। তিনি শারদীয় পূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় বার্ষিক সাধিতে গিয়াছিলেন। এক দিন গাঁজায় দম দিয়া বাসায় বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়া যাহার বাসা, সে ব্যক্তি কহিল "ঠাকুর! ওরূপ বসিয়া থাকিলে কি হইবে?—যেখানে যা যা পাইবে, আদায় করিয়া

আন"। ভট্টাচার্য্য ও কথার উত্তরই দিলেন না। ২।৩ বারের পর ধীরে ধীরে কহিলেন,"এখন্ অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই—কি জন্য অর্থীর নিকট যাইব? যখন্ অর্থের প্রয়োজন হইবে,তখন্ অর্থীর নিকট গিয়া কহিব —অহে অর্থি! আমি অর্থার্থী—এই বলিলেই তিনি অর্থ দিবেন।

আমি কি এতই বোকা।

(১০)

উমাচরণতর্কালঙ্কার কোথাহইতে একটী মেকী আধুলি পাইয়াছিলেন। আধুলিটী চালাইবার উদ্দেশে একদিন বাজারে যাইলেন এবং এক কাঁঠাল বিক্রেতার হস্তে দিয়া কহিলেন বাপু! আমাকে এই এক সিকির কাঁঠাল দাও। কাঁঠালিওয়ালা দেখিল, বামণ বড় অজবুক—সিকি বলিয়া আধুলি দিতেছে—সুতরাং তাড়াতাড়ি আধুলিটী কাপড়ে বাঁধিল এবং তর্কালঙ্কারকে ২টী কাঁঠাল দিল। তর্কালঙ্কার উদার লোক—বাজারের দর কিছুই জানেন না—অতএব কাঁঠালওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন বাপু! এক সিকির কাঁঠাল হয়েছে ত? কাঁঠালওয়ালা, পাছে গোল হয়, ভাবিয়া আর একটী ছোট কাঁঠাল দিয়া তর্কালঙ্কারকে সন্তুষ্ট করিল। তর্কালঙ্কার আহ্লাদে গদগদ হইলেন—আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং গামছা পাতিয়া কাঁঠালগুলী বাঁধিতে

গেলেন, কিন্তু গামছা ছোট, তাহাতে বাধা গেল না। তখন তিনি একটু ম্লানমুখে কহিলেন—না বাপু! তোমার কাঁঠাল লইয়া আমার সিকি ফিরিয়া দাও— আমি এত কাঁঠাল বহিয়া লইয়া যাইতে পারিব না— আর যদি তুমি দয়া করিয়া কাঁঠাল কয়েকটী আমার বাটীতে পৌঁছাইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিব। বিক্রেতা ভাবিল, আধুলিটী হাত-ছাড়া হয়, সুতরাং সে অন্য এক বিক্রেতার উপর দোকানের ভার দিয়া তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গমন পূর্ব্বক কাঁঠাল পৌঁছাইয়া দিল, তর্কালঙ্কার বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। পর দিবস কাঁঠালওয়ালা তর্কালঙ্কারের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিল, ঠাকুর! তুমি কালি আমাকে ঠকাইয়াছ! কাঁঠালের দাম বলিয়া এই যে আধুলিটী দিয়াছ—ইহা মেকী—১/০ আনাতেও কেহ লয় না। তুমি ইহা ফিরিয়া লইয়া আমাকে ভাল আধুলি দাও। তর্কালঙ্কার বিস্ময়াম্বিত হইয়া কহিলেন সে কি বাপু! কেমন কথা কও! কল্য তোমার নিকট কাঁঠাল ক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে ত এক আধুলির কাঁঠাল নয়—সে যে এক সিকির কাঁঠাল। কাঁঠালওয়ালা কহিল, হাঁ ঠাকুর তা ত বটে, কিন্তু তুমি সিকি বলিয়া আমার হাতে আধুলি দিয়া আসিয়াছিলে। তখন তর্কালঙ্কার গ্রীবা বক্র করিয়া ঈষৎহাস্যের সহিত মৃদুস্বরে কহিলেন

বাপু রে! আমি কি এতই বোকা যে, সিকি বলিয়া তোমার হাতে আধুলিটী দিয়া আসিলাম?—

আমি মরি সে ভাল।

(১১)

কোনও সময়ে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যা হওয়ায় তৎপ্রদেশস্থ সমুদয় গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছিল। রামনগরের রামধন ন্যায়ালঙ্কার একখানি খড়ুয়া চালের উপর বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিলেন। ঐ চাল গোপীনাথপুরের নিকট দিয়া যখন্ ভাসিয়া যায়, তখন্ ঐ গ্রামের কতকগুলি ভদ্রলোক একটী উচ্চস্থানের উপর বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ন্যায়ালঙ্কারকে চিনিতে পারিয়া কহিল—রামনগরের ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভাসিয়া যাইতেছেন, উঁহাকে তুলিয়া লওয়া যাউক—উনি বড় নৈয়ায়িক—এখানে থাকিয়া আমাদের ছেলেপিলেকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইবেন। আর একজন্ কহিল কথা মন্দ নহে বটে—কিন্তু অগ্রে উঁহাকে স্বীকার করাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য—কারণ পরে যদি উনি এখানে না থাকেন, তাহা হইলে এই বিপদের সময়ে উঁহাকে তুলিবা বজাটে পড়িবার প্রয়োজন কি? ঐ কথায় সকলেই সম্মত হইল; পরে একজন উচ্চস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়! আপনি ত জলে ভাসিয়া যাইতেছেন—কিয়ৎক্ষণপরেই মরিবেন

—কিন্তু যদি আপনি অঙ্গীকার করেন—এই গ্রামে থাকিয়া আমাদের সন্তানদিগকে ব্যাকরণ পড়াইবেন, তাহা হইলে এই বিপদের সময়ে তুলিয়া আপনকার প্রাণরক্ষা করাবার। তর্কালঙ্কার প্রথমতঃ আহ্লাদ-সহকারে সম্মত হইলেন—পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের সন্তানেরা ব্যাকরণ কিছু পড়িয়াছে? না আমার নিকটেই আরম্ভ করিবে? ভদ্রলোকেরা উত্তর করিল—না তাহারা কিছুই পড়ে নাই—আপনার নিকটেই আরম্ভ করিবে।—তখন তর্কালঙ্কার কহিলেন, তবে তোমরা আমায় তুলিও না—আমি মরি সে ভাল।

আমি যে মরেছি।

(১২)

গঙ্গারাম তাঁতীকে এক গণক বলিয়া গিয়াছিল যে, ১২৭১ সালের ২০এ মাঘ বেলা ১ প্রহরের সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে। গণকের কথায় গঙ্গারামের দৃঢ়জ্ঞান হইয়াছিল, সুতরাং সে, আহ্লাদের সহিত ঐ দিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে গঙ্গারাম বেলা ৯ দণ্ড পর্য্যন্ত তাঁত বুনিল। পরে তাঁত হইতে উঠিয়া আপনার দেনাপাওনাপ্রভৃতি সমুদায় বক্তব্য কথা স্ত্রী পুত্র ও বন্ধু বান্ধবদিগকে কহিয়া তাহা-

দিগের নিকট হইতে বিদায় লইল। তাহারা হা হা রবে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। গয়ারাম উঠানের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরে শয়ন করিয়া চক্ষু স্থির করিল, পরিবারেরা নানাবিলাপের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার উপরে একখানি বস্ত্র চাপা দিল। অনন্তর বন্ধু বান্ধব সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে বাঁধিয়া কিয়দ্দূরবর্ত্তী নদীতীরে দাহ করিতে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে একটী চৌমাথা রাস্তা পাইয়া সকলেই তথায় দণ্ডায়মান হইল, এবং গয়ারামকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কোন্ পথ দিয়া যাইলে নদীতীরে পৌছান যাইবে তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। বাহকেরা পথ ঘাট বিষয়ে সকলেই অনভিজ্ঞ—নিকটে কোন লোকও ছিল না যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে—সুতরাং তাহারা পরস্পরে নানা তর্কবিতর্ক ও কলহ আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তর্ক ও কলহের শেষ হইয়া কিছুই স্থির হইল না। তখন গয়ারাম খাঁতলা মাদুরের ভিতর হইতে মৃদুস্বরে কহিল, দেখ ভাই! এই ৪ পথের মধ্যে কোন্ পথে যাইলে কোথায় যাওয়া যায়, তাহা আমি সব জানি—আমি আটহাটের কাণাকড়ি—আমার না জানা কিছুই নাই; কিন্তু জানিলে কি হইবে? আমার ত কিছু বলিবার জো নাই—আমি যে মরেছি।

আমি সেকেলে বামণ পণ্ডিত নহি।

(১৩)

রামমোহন বিদ্যাবাগীশ পত্নীর বালা গড়াইবার জন্য হীরালাল স্বর্ণকারকে একটী মোহর দিয়াছিলেন। হীরালাল বালা প্রস্তুত করিয়া বিদ্যাবাগীশের বাটীতে আনিল এবং কহিল বিদ্যাবাগীশ মহাশয়! আমার নিকটে নিক্তি আছে, আপনি ১টী টাকা দেন—বালা ১ ভরি তৌল করিয়া দিই। বিদ্যাবাগীশ হাসিয়া কহিলেন বাপুহে! সে কালের বামণ পণ্ডিতেরা বিষয়কর্ম্ম কিছুই বুঝিতেন না—তাঁহাদিগকে লোকে অনায়াসে ঠকাইত। আমি সে কেলে বামণ পণ্ডিত নহি—আমি সব বুঝিতে পারি—তুমি ব্যাটা প্রতারক—আমার ১৬ টাকার মোহর লইয়া গিয়াছ—এখন্ ১ টাকা দিয়া বালা তৌল করিয়া দিবে? এই ১৬টী টাকা লও—নিক্তির একদিকে দেও—দিয়া বালা তৌল কর।—হীরালালের মাথায় বজ্রাঘাত।

এই দেখ্ বগলে।

(১৪)

কৃষ্ণচন্দ্র ও বিষ্ণুচন্দ্র দুই ভাই কৃপণের শিরোমণি। একদিন রাত্রিকালে কৃষ্ণচন্দ্রের কোনও দূরতর স্থানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র তথায় যাইবার জন্য বাহির হইল, এবং অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইয়া তাহার স্মরণ হইল

যে, ঘরের প্রদীপটা নিবাইয়া আসা হয় নাই—সুতরাং প্রদীপ নিবাইবার জন্য ফিরিল, কিন্তু বাটী আসিয়া দেখিল—বিষ্ণুচন্দ্র প্রদীপ নিবাইয়া বসিয়া আছে—সুতরাং আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণে চলিল। তখন বিষ্ণুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল দাদা! তুমি আদ ক্রোশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ—আবার আদ ক্রোশ যাইবে; এই এক ক্রোশ পথ চলায় তোমার জুতা যে একটু ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহা তোমার ত ভাবা উচিত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিল—ছোঁড়া আবার আমায় শিখায়—জুতা—এই দেখ্ বগলে।

এক গেয়ের হওয়া চাই।

(১৫)

রামজয় শিরোমণি—উন্মত্ত; পায়ে বেড়ী—গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন, বাটীতে একটা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ—তাহার উদ্যোগ হইতেছে; এমত সময়ে তাঁহার ভগিনীপতি নিজ বাটী হইতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া শিরোমণি কহিলেন, মুখুজ্যে! আসিয়াছ—ভাল হইল—তোমার আসায় গৃহস্থের এক টাকার উপকার হইল। মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকার উপকার? শিরোমণি কহিলেন, শুনিতেছিলাম, ইহারা বৃষোৎসর্গের বৃষ কিনিবার জন্য টাকা লইয়া বেড়াইতেছে—এখন্ আর কিনিতে হইবে না, সেই টাকাটাই

লাভ। মুখোপাধ্যায় পরিহাসচ্ছলে উত্তর করিলেন— আমি বৃষ হইলে ৪টা বৎসতরী ত পাইব? তাহাতে আমার অলাভ কি?—উন্মত্ত শিরোমণি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—ভাই! সেটী ঘটা আজি বড় কঠিন; যেহেতু তোমার বাটী নিকটে নহে—ইহাদের কুলাচার আছে যে, বৃষ ও বৎসতরী—সকলগুলিই এক গেয়ের বাছুর হওয়া চাই।

একাদশীর লোভে এসেছে।

(১৬)

হরিহর দত্তের বাটীতে একদা এক অতিথি আসিয়াছিল। দত্তজা তাহার কোনও সংবাদই লয়েন নাই। সে উপবাস করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল, এবং প্রাতে উঠিয়া গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ঐ অতিথিই আবার একদিন অন্যত্র কোথাও স্থান না পাইয়া উক্ত দত্তের বাটীতেই উপস্থিত হইল; ইহা দেখিয়া হরিহরের ভ্রাতা তারাদাস কহিল—দাদা! এ অতিথ বেটা সেদিনকার একাদশীর লোভটা ভুলিতে পারে নাই, আবার সেই একাদশীর লোভে এসেছে।

এটী ও ত গাবিন!

(১৭)

গয়ারাম ঘোষ ও তাহার স্ত্রী কুড়ুনী দুই জনে একটী

বক্না ও একটী এঁড়ে বাছুর, বিক্রয় করিবার জন্য, হাটে লইয়া গিয়াছিল। গয়ারাম দরদামের বিষয় ভাল জানিত না—কুড়ুনী যাহা করিত, তাহাই হইত। হাটে গিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য কুড়ুনী কার্য্যান্তরে গমন করিলে একজন খরিদদার উপস্থিত হইল। গয়ারাম তাহার সহিত বক্নার দাম ৩ টাকা এবং এঁড়ের দাম ২টাকা স্থির করিল। ইতি মধ্যে কুড়ুনী উপস্থিত হইয়া গয়ারামকে তিরস্কার করিয়া খরিদদারকে কহিল—বক্নাটী ৩ টাকায় পাইবে না—কারণ এটী গাবিন। গাবিন শুনিয়া খরিদদার আর এক টাকা দাম বাড়াইয়া লইল, কিন্তু এঁড়ে বাছুরটী ঐ ২টাকা মূল্যেই লইয়া চলিল। গাবিনের কথা বলাতেই বক্নাটীর এক টাকা দাম বাড়িল, দেখিয়া গয়ারাম খরিদদারের নিকটে গিয়া কহিল—তুমি এ এঁড়ে বাছুরটীও ২ টাকাতে পাইবে না—এটীও ত গাবিন।

এমনটা হইল কেন?

(১৮)

হরিদাস নন্দী নারিকেলগাছে উঠিয়া আর নামিতে পারিল না—বড় ভয় পাইল—চীৎকার করিতে লাগিল। পাড়ার সকল লোক উপস্থিত—কিরূপে হরিদাসকে গাছ হইতে নামান যাইবে, তাহারই পরামর্শ হইতে লাগিল—এবং চাই গোপীনাথ দালালকে সংবাদ দেওয়া হইল।

গোপীনাথ আসিয়া অবজ্ঞাসূচক হাস্তে "কাহারও কোনও বুদ্ধি নাই" ইহা জানাইয়া একজনকে একটা লম্বা কাছি লইয়া গাছে উঠিয়া হরিদাসের কোমরে বাঁধিয়া আসিতে কহিল। সে তাহাই করিয়া আসিল। তখন গোপীনাথ নীচে হইতে ৪।৫ জনকে ঐ কাছি ধরিয়া টানিতে কহিল। তাহারা যেমন টানিল—অমনি হরিদাস গাছ হইতে চীৎপাত হইয়া 'পপাত চ মমার চ'। হরিদাসের পরিজনেরা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—এবং সকলেই গোপীনাথের যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। গোপীনাথ লজ্জা ও অপমানে মাটীতে বসিয়া পড়িল—অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিল—পরে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে মৃদুস্বরে কহিল, সে দিনত বামণদের পাতকুয়াতে একটা বাছুর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার কোমরে এইরূপে দড়ি বাঁধিয়া বেশ তোলা গিয়াছিল, আজি এমনটা হইল কেন?

এ যে এ পার ও যে ও পার।

(১৯)

কৃষ্ণদাস বৈরাগী নিত্যানন্দ গোস্বামীর নিকটে গিয়া বিনীতভাবে কহিল "প্রভু! একটী প্রশ্ন কব" নিত্যানন্দ কহিলেন "কও"—কৃষ্ণদাস কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া কহিল "প্রভু!—গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা—ইনি ত দুই নহেন—একই?" নিত্যানন্দ "হাঁ একই বটেন" কৃষ্ণ-

দাস কহিল " তবে ইহাঁর এপারের মাটী বেলে কেন ? আর ও পারের মাটী এঁটেল কেন ?"—নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন " কৃষ্ণদাস ! সাধু—সাধু !—ভাল প্রশ্ন করেছ—এপ্রশ্ন রূপগোস্বামীর নিকটে হরিদাস বাওয়াজী একবার কহিয়াছিলেন, এবং উহার উত্তরও সেই সময়েই হয়েছিল " কৃষ্ণদাস অমনি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল " প্রভু ! আমি অতি নরাধম—আমি কি কইতে পারি ? আমি কি কয়েছি ! —তবে প্রভুর চরণে কয়েছি। যাহউক গোসাঁই ঠাকুর কি উত্তর দিয়াছিলেন ?" নিত্যানন্দ কহিলেন "বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা একই বটেন, দুই নহেন—তবে তোমার প্রশ্ন এই যে, এ পারে বেলে মাটী এবং ও পারে এঁটেল মাটী কেন ? —এখন্ বোঝ কৃষ্ণদাস! বেশ প্রণিধান করিয়া বোঝ ; দেখ দেখি—যদিও বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা একই বটেন—তথাপি—এ যে এপার—আর ও যে ওপার"—কৃষ্ণদাস অমনি প্রেমে ধূলায় ধূসর।

ঐ ওগেই ত গোরু মরেছে।

(২০)

কাশীনাথ বাচস্পতির একটী গোরু ছিল। বাচস্পতি নিজে গোরুটী প্রতিপালন করিতে না পারিয়া গ্রামান্তরে এক জোৎদারের বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি জোৎদারের বাটীতে যাইয়া গো-

রুটী দেখিতে চাহিলেন। জোৎদার কহিল সেটী মরিয়াছে। বাচস্পতির সে কথায় বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে করিলেন, জোৎদার গোরুটী বিক্রয়করিয়া ঐরূপ মিথ্যা বলিতেছে। এজন্ত তিনি মৃত গোরুটীর অস্থি সকল দেখিতে চাহিলেন। জোৎদার কতকগুলি অস্থি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। সে অস্থি গুলি বাস্তবিক ঘোড়ার--গোরুর নহে। বাচস্পতি মুখের অস্থিখানি দেখিয়া কহিলেন এ কি!—ইহাতে যে দুপাটী দাঁত—গোরুর ত দুপাটী দাঁত হয় না। জোৎদার হাসিয়া কহিল ঠাউর মোশায়! যদি দুপাটী দাঁতই না হবে, তবে ওর ওগই কি?--ঐ ওগেই ত গোরু মরেছে।

ওটী আমাদের পৈতৃক।

(২১)

'আমার পুত্রেরা বড় অবাধ্য—আমার কোনও কথা শুনে না—যাহাতে আমি কষ্ট পাই, তাই করে' ইত্যাদি বলিয়া শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করিতেছিল। পুত্র সুধাকর ঐ কথা শুনিয়া কহিল, আমার পিতামহও সর্ব্বদা ঐরূপ আক্ষেপ করিতেন, শুনিয়াছি। অতএব ও আক্ষেপটী আমাদের নূতন নহে—ওটী আমাদের পৈতৃক।

কএর মুখ একটু ফাঁক হইয়াছে।

(২২)

গয়ারামের কাশীমৃত্যু হইবে, গণক গণিয়া বলিয়াছিল; এজন্য গয়ারামের কোনও অপকর্ম্মেই ভয় ছিল না। সে ভাবিত যতই পাপ করি না কেন—কাশীমৃত্যু হইলেই শিব হইব।—এই সাহসে সে ক্রমে ক্রমে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি সকল কুকার্য্যই করিতে লাগিল—এবং শেষে নরহত্যাও আরম্ভ করিল। রাজপুরুষেরা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে ধরিলে সে গণকের নিকটে যাইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল। গণক দর্প করিয়া কহিল, আমার গণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্যই তোমার কাশীমৃত্যু হইবে। তখন্ গয়ারাম নিঃশঙ্কমনে আদালতে যাইল, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইল না—রাজপুরুষেরা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। তখন্ গয়ারাম গণককে ডাকাইল—গণক তখনও কহিল, আমার গণনা মিথ্যা হইবার নহে—অবশ্যই তোমার কাশীমৃত্যু হইবে। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে বধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই গয়ারাম গণককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তখন্ গণক মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে উত্তর করিল—আমার গণনা মিথ্যা হইবার নহে—তোমার কাশীমৃত্যুই লেখা ছিল, কিন্তু কি জন্য বলিতে পারি না, কএর মুখটী একটু ফাঁক

হইয়া ক হইয়া গিঁয়াছে—তাহাতেই কাশীমৃত্যু না হইয়া ফাঁসীমৃত্যু হইল।

কালিদাসেরও কিঞ্চিৎ আছে।

(২৩)

কালিদাস চট্ট বড় শাক্ত এবং গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের বড় বিদ্বেষী। সে এক দিন কার্য্যবশতঃ সন্নিহিত গ্রামের গোস্বামিবাটীতে গিয়াছিল। তথায় কয়েক জন গোঁড়া বৈরাগী থাকিত। কথায় কথায় তাহাদিগের সহিত কালিদাসের ঘোর বিবাদ হইলে তাহারা কোঠে পাইয়া কালিদাসের যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। কালিদাস বাটীতে ফিরিয়া আসিল কিন্তু ঐ বৈরাগীদিগকে জব্দ করিবার জন্য পন্থা দেখিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে সে নিজে বৈরাগী সাজিয়া হরিদাসনামে উক্ত গোস্বামীদিগের বাটীতে যাইয়া পরিচিত হইল এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে এরূপ গোঁড়ামী প্রকাশ করিতে লাগিল যে, সকলেই তাহাকে পরম ভাগবত ভাবিয়া যত্নপূর্ব্বক তথায় রাখিয়া দিল। কালিদাস—শ্রীবিষ্ণুঃ—হরিদাস তথায় থাকিয়া সকলেরই প্রিয় হইল এবং গোস্বামিবাটীতে যে গোপীনাথজী বিগ্রহ ছিলেন, ক্রমশঃ তাঁহার সেবা করিতে অনুমতি পাইল। ক্রমে ক্রমে গোপীনাথজীর সেবাসংক্রান্ত সকল কার্য্যই তাহার উপর অর্পিত হইল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোপীনাথজীর মন্দির হইতে 'দুগ্ধাপ্রসাদ' নামে একটী ভোগ বাহির হইত—উহা মটরডাইলবাটা, দুধ, চিনি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইত। ঐ প্রসাদ বাহির হইলে বাবাজীরা সকলে মিলিয়া উহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেন। একদিন হরিদাসের প্রস্তুত করা ঐরূপ দুগ্ধাপ্রসাদ পাইতে পাইতে বাবাজীরা পরস্পরে কহিলেন দেখ—আমাদের গোপীনাথ জীউ বড় জাগ্রত প্রভু—আজিকার এই দুগ্ধাপ্রসাদে ঠিক যেন সেই গন্ধ একটু বাহির হইতেছে। এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন ও ভক্তিপ্রকাশ হইতে লাগিল। এমত সময়ে হরিদাস গললগ্নীকৃতবাসা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল "বাওআজী সকল! আজিকার দুগ্ধাপ্রসাদ কেবল গোপীনাথজীর নহে—উহাতে হরিদাসেরও—শ্রীবিষ্ণুঃ—কালিদাসেরও কিঞ্চিৎ আছে"—(এই বলিয়াই প্রস্থান)।

কুলের কথা বলে দিব।

(২৪)

প্যারীমোহনবিদ্যাবাগীশ একটী পগারের ধারে শৌচে বসিয়াছিলেন। পগারের উপরেই একটী কুলগাছ; বিদ্যাবাগীশ বসিয়া আছেন, এমত সময়ে গাছ হইতে একটী পাকাকুল সম্মুখে পড়িল। বিদ্যাবাগীশ সেটী হাতে তুলিয়া লইলেন, এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া

দেখিতে লাগিলেন; হঠাৎ কেমন মন হইল, টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর জলশৌচ করিয়া আসিবার সময়ে বৃক্ষের উপরে দৃষ্টি পড়ায়, দেখিলেন, তাহার ডালে একটী রাখাল বসিয়া আছে। দেখিয়াই তাঁহার চক্ষু স্থির হইল—ভাবিলেন, রাখাল এ কথা যদি প্রকাশ করে, তাহা হইলেই আমার মান সম্ভ্রম সকল যাইবে, এবং লোকে আমায় অতি হেয় জ্ঞান করিবে। যাহা হউক তিনি ভাবিতে ভাবিতে চতুষ্পাঠীতে আসিলেন, এবং রাখালের মাঠ হইতে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে রাখাল গোরু লইয়া বাটী আসিলে বিদ্যাবাগীশ সেই দিনের যাজ্যক্রিয়ায় প্রাপ্ত কলা মূলা শসা কাঁকুড় বাতাসা সন্দেশ প্রভৃতি গামছায় বাঁধিয়া রাখালের বাটীতে যাইলেন; তাহাকে গোপনে ডাকিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য দিলেন; তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং পরে কহিলেন, "বাপু বাপু! আজি যাহা দেখিয়াছ, তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না—তোমার কোনও বিপদ ঘটিলে আমি প্রাণ দিয়া উপকার করিব।" রাখাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এরূপ অভূতপূর্ব্ব অনুগ্রহ দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং সে কি দেখিয়াছে ও কি কথা লোকের নিকট প্রকাশকরিতে নিষিদ্ধ হইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে বিদ্যাবাগীশ কহিলেন, বাপু

—সেই যে সেই—পগারের ধারে—শৌচে বসিয়া—কুলভক্ষণ—হয়েছিল—সেই কথাটা কাহাকেও কহিও না। তখন রাখাল বুঝিতে পারিল এবং কহিল কি ঠাকুর! তুমি সেই হাগ্‌দে হাগ্‌দে কুল খেয়েছিলে—সেই কথা প্রকাশ কর্‌তে বারণ কর্‌ছ? বিদ্যাবাগীশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন হাঁ বাপু! তাই—তাই। রাখাল কহিল ঠাকুর! তাত আমার মনেই ছিল না,—আর তাতে দোষই কি?—আমরা ত তেমন কত খাই—যাহউক তুমি বারণ কর্‌ছ—আমি কাউকে বল্‌ব না। বিদ্যাবাগীশ তাহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া চতুষ্পাঠীতে আসিলেন।

২।৩ বৎসর গত হইল—ও কথা আর কাহারও কিছু মনে রহিল না। তখন উক্ত রাখালের একটী গোরু অপালনে মরায় রাখালের পিতা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য উক্ত বিদ্যাবাগীশের টোলে গিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ তৈলবট না পাওয়ায় ব্যবস্থা দেন নাই। এই কথা রাখাল শুনিল এবং তাহার মনে হইল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার উপকার করিবেন বলিয়াছিলেন—তবে আর কোন্ সময়? আমিই তাঁহার কাছে ব্যবস্থা আনিতে যাই। এই ভাবিয়া সে চতুষ্পাঠীতে যাইল এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ব্যবস্থা চাহিল, কিন্তু তিনি তৈল বটের পয়সা না দেখায় ব্যবস্থা দিতে সম্মত হইলেন না।

তখন রাখাল কাণে কাণে কুলখাওয়ার কথাটী স্মরণ করাইয়া দিল। বিদ্যাবাগীশ শুনিয়া চকিত হইলেন, পূর্ব্ব কথা সমুদয় মনে পড়িল; তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন এবং সে কথাটী যাহাতে আর প্রকাশ না হয়, তজ্জন্য ভূয়োভূয়ঃ বারণ করিয়া অনেক আশী-র্ব্বাদপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

কিন্তু ঐ দিন হইতে বিদ্যাবাগীশের মনে কেবল ঐ চিন্তাই প্রবল হইল। তিনি ভাবিলেন, রাখাল যখন এত দিন পর্য্যন্ত ঐ কথাটী মনে করিয়া আছে, তখন অবশ্যই আপন পিতার নিকট কহিয়াছে; উহার পিতাও প্রতিবাসীদিগের কাছে অবশ্যই বলিয়া থাকিবে; প্রতিবাসীরাও গ্রামমধ্যে অবশ্যই প্রচার করিয়াছে; গ্রামস্থ লোকেরাও যে অন্যান্য গ্রামের লোকদিগের নিকটে ব্যক্ত করে নাই, তাহারই নিশ্চয় কি?—ফলতঃ দেখিতেছি আমার এ কলঙ্কের কথা দেশ বিদেশে সর্ব্বত্রই রটিয়াছে—এই জন্যই বোধ হয়, সে দিন সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বাটীর কর্ম্মে আমাকে পত্র দেয় নাই—এবং এই জন্যই বোধ হয়, মুখোপাধ্যায়-দিগের বাটীর ভারতপাঠে আমায় ব্রতী করে নাই। এইরূপে বিদ্যাবাগীশ ঐ চিন্তায় প্রায় আহার নিদ্রা-পরিশূন্য হইলেন।

এই সময়ে এক দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্যারীমোহন বিদ্যা-বাগীশের নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছিল। বিদ্যাবাগীশ তথায়

যাইয়া বিদায় লইয়া বাটী আসিবার সময়ে পথিমধ্যে এক গ্রামে শ্যামাচরণ রায় নামক এক কায়স্থের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। শ্যামরায় তাঁহার মধ্যাহ্ন-সেবা করাইয়া অপরাহ্নেও তাঁহাকে যাইতে দিলেন না—আপন কাছারী বাটীতে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। দৈবযোগে এক দল নেড়া নেড়ী ঐ কাছারীতে ভিক্ষা করিতে আসিল। তাহারা খঞ্জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

তোমার কুলের কথা বলে দিব শ্যামরায়ের কাছে।
দেশ বিদেশে জান্তে বাকি কি আছে॥

গানটী শুনিয়াই প্যারি বিদ্যাবাগীশ চকিত হইয়া উঠিলেন এবং মুখ ও হস্তের সঙ্কেতের দ্বারা নিবারণ করিলেন। গায়িকারা সঙ্কেত বুঝিল না—আবার ধরিল—

তোমার কুলের কথা বলে দিব শ্যামরায়ের কাছে।
———শ্যামরায়ের কাছে—এই শ্যামের কাছে।

বিদ্যাবাগীশ বড়ই ভীত হইয়া বিদায়ে যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, অন্যের অলক্ষিতে তৎসমুদয় একে একে উহাদিগকে দেখাইলেন—অভিপ্রায় এই যে, এই সমুদয় তোমাদিগকে দিব—তোমরা কুলের কথা বলিয়া দিও না। কিন্তু গায়িকারা সে সঙ্কেতও বুঝিল না—ভাবিল বুঝি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় গান শুনিয়া বড় খুসী হইয়াছেন, তাহাতেই পুরস্কার দিবার জন্য টাকা দেখাইতে-

ছেন। এই বোধে তাহারা মাথা নাড়িয়া—খঞ্জনী ঘুরাইয়া আরও উচ্চস্বরে ঐ গানটি পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগিল।

তোমার কুলের কথা বলে দিব শ্যামরায়ের কাছে।
দেশ বিদেশ জান্তে শুন্তে বাকী কি আছে।—
——প্যারী বাকী কি আছে।
তোমার কুলের কথা বলে দিব এই শ্যামরায়ের কাছে।

তখন্ বিদ্যাবাগীশ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া উচ্চস্বরে কহিলেন—হারামজাদীরা! বলে দিবি—দেনা—তোদের শ্যামরায় কি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা?—ওঁর বাটীতে অতিথ হয়ে ওবেলা ছিলাম, এ বেলাও থাকিতাম—না হয় নাই থাক্‌ব। শ্যামরায় শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল—কি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়! ব্যাপারখানা কি?—বিদ্যাবাগীশ কহিলেন, দেখ দেখি বাবু—নচ্ছার বেটীদের কাণ্ড দেখ দেখি—কতকাল হলো, হাগ্‌দে হাগ্‌দে একটা কুল খেয়েছিলাম, আজিও ওঁরা সেই কথা লইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া দেশে দেশে গান করিয়া বেড়াইতেছেন! আঃ পাপীয়সি—ভ্রষ্টাচারিণি—তোদের নিজের কুলের কথা কি? তা ভাব্ না—দূর হউক, এ স্থানে থাকাই উচিত নহে—এই বলিয়াই বেগে প্রস্থান।

ক্ষুদ্র বৃহৎকে টানিতে পারে না।

(২৫)

দুর্গাদাসের ১টী মোহর ছিল। সে কোনও ব্যক্তির মুখে শুনিল যে, টাকায় টাকা টানিয়া আনে। অতএব আমার মোহরটীও অন্য মোহর টানিয়া আনিতে পারিবে, এই ভাবিয়া সে এক সুবর্ণবণিকের দোকানে উপস্থিত হইল; তথায় মোহর-টাকা প্রভৃতি রাশি করা ছিল। দুর্গাদাস বণিকের অলক্ষিতে ঐ মোহরের রাশিতে আপন মোহরটী ফেলিয়া দিয়া দোকানের সম্মুখস্থ পথে বিচরণ করিতে লাগিল এই মোহর আইসে—এই মোহর আইসে, সর্ব্বদাই তাহার মনে হইতে লাগিল। ক্রমে ১ দণ্ড—২ দণ্ড ক[illegible]। অনেক বেলা হইল; তথাপি মোহর আসিল না; বেলা গেল —সন্ধ্যা হইল—বণিক্ মোহরের রাশি সিন্দুকে পুরিবার উপক্রম করিল—তথাপি মোহর আসিল না। তখন দুর্গাদাস ব্যাকুল হইয়া বণিকের নিকটে কাঁদিয়া পড়িল এবং সমুদয় ব্যক্ত করিয়া কহিল, আমি কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই এইরূপ করিয়াছি, কিন্তু আমার এখন্ বোধ হইতেছে—সে বিজ্ঞ নহে—অতি মূর্খ। বণিক্ হাসিয়া উত্তর করিল—টাকায় টাকা টানিয়া আনে, এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি মূর্খ নহেন—অতি বিজ্ঞলোক। কিন্তু তুমি মূর্খ বলিয়া

বুঝিতে পার নাই যে, ক্ষুদ্র বড় [illegible] ন।
পারে না—বৃহৎই ক্ষুদ্রকে [illegible] [illegible]
মোহরটা ক্ষুদ্র বলিয়া আমার মো[illegible] হয়' এই কথা
পারিল না, কিন্তু আমার মোহরটা [illegible] কথা বলায়
তোমার মোহরটীকে কোথা হইতে টানিয়া আনুলার

গঙ্গাচরণ ফর্ষা।

(২৬)

গঙ্গাচরণ সরকার—বড় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। তিনি এক স্মরতি খেলায় ১ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন, এবং খেলার সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। খেলাওয়ালাদিগের একজন একটী পাত্র হইতে একখানি মোড়ক করা কাগজ তুলিয়া তন্মধ্যস্থ নাম পড়িয়া হাঁকিয়া কহিল—"গঙ্গাচরণ সরকার"—আর একজন অন্য একপাত্র হইতে ঐরূপ কাগজ তুলিয়া তন্মধ্যে কিছু লেখা নাই দেখিয়া হাঁকিয়া কহিল "ফর্ষা"। গঙ্গাচরণ অমনি দাঁড়াইয়া কহিলেন, স্মরতিতে আমি যে একটী টাকা দিয়াছিলাম, তাহাতে মাল না পাইলেও আমার বিস্তর লাভ হইয়াছে—কারণ "গঙ্গাচরণ সরকার ফর্ষা" এ কথা কেহ কখনও বলে নাই—আজি তাহা শুনিলাম।

। সুতরাং

ক্ষুদ্র বৃহৎকে টেঁকাইলাম ।

(২৭)

বর্ণর আসিলে বহরমপুরস্থ কাণ্টোন- দুর্গাদাসের যে দরবার হইয়াছিল, পল্লীবাসী গোবর্দ্ধন মুখে শুনিত দেখিতে আসিয়াছিল। সে ফিরিয়া গ্রামে জেলে ...র সকল লোকে তাহাকে ঘেরিয়া, কিরূপ যাই ...য়াছে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দে ...ল, তবে ভাই শোন্—দরবারের মাঠে গিয়া দে... যেন পোনার ঝাঁক * দাঁড়িয়া আছে। তাহার ভিতর ঢোকে, কার সাধ্য?—আমি ত কৈ কেনুয়ে—কৈ কেনুয়ে † ঢুকিলাম—কিন্তু মাঝখানে গিয়া যেমন খরসোলা হুলুপ্ ‡ দিয়েছি, অমনি চেতলপট্‌কে ¶ দিলে—আমিও অমনি গুঁতে সট্‌কাইলাম ** ।

---

* ছোট পোনামাছ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে, সেইরূপে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক দাড়াইয়া আছে।

† কৈ মাছ যেমন কাণে হাঁটিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, আমিও সেইরূপে জনতার মধ্যে ঢুকিলাম।

‡ খরসোলা মাছ যেরূপ হুলুপ অর্থাৎ মাথা ভাসান দেয়, আমিও সেইরূপ জনতার মধ্য হইতে মাথা তুলিলাম।

¶ চেতলমাছ ভাসিলেই যেমন তাহার মাথায় প্রহার করে—আমি মাথা তুলিলে আমার মাথায়ও সেইরূপ একজন চপেটাঘাত করিল।

** গুঁতে মাছ যেমন সট্‌কায় অর্থাৎ বেগে প্রস্থান করে—আমিও মুখ ...খাইয়া সেইরূপে পলাইয়া আসিলাম।

চাল্‌দার অম্বল ভ[illegible] [illegible]লেন।

(২৮) [illegible]চাল্‌দার অম্বল [illegible] হয়' এই কথা

নবকুমার চট্টরাজের তৃতীয় পক্ষে[illegible] কথা বলায় প্রায় বৃদ্ধ; ব্রাহ্মণী বয়স্থা, রূপগর্ব্বিতা ওঅতী[illegible] [illegible]ার একদা চট্টরাজ এক প্রতিবেশীর বাটীতে নিম[illegible] [illegible] চাল্‌দার অম্বল খাইয়া আসিয়াছিলেন এবং [illegible] জিজ্ঞাসানুসারে নিমন্ত্রণবাটীর তরকারী প্রভৃতি[illegible] রণ বলিবার অবসরে ঐ অম্বলের বড়ই প্রশংসা [illegible]লেন। অম্বের অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া ব্রাহ্মণী কুপিতা হইলেন এবং 'আমি কি ভাল চাল্‌দার অম্বল রাঁধিতে পারি না?' বলিয়া মুখ ঝাম্‌টা দিলেন। চট্টরাজ ভীত হইলেন এবং কহিলেন তুমি পার না, তা কি আমি বলিতেছি—তুমিও বেশ পার। ব্রাহ্মণী কহিলেন, তবে চাল্‌দা এবং উহা রাঁধিতে আর আর যাহা দিতে হয়, তাহা লইয়া আইস, আমি রাঁধিব। চাল্‌দার অম্বল রাঁধিতে কি কি লাগে, তাহা ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিতে চট্টরাজের সাহস হইল না, সুতরাং পর দিন তিনি এক প্রতিবেশিনীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া ৮টী চাল্‌দা, /১ সের দুধ এবং /।০ পোয়া গুড় আনিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণী কখনও চাল্‌দার অম্বল রাঁধেন নাই, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া রাঁধিতেও লজ্জা বোধ হইল। সুতরাং

ক চিন্তা করিয়া
তাহাতে এক কলসী
চুর্গাদ ও আত চাল্‌দা ৮টী দিয়া জ্বাল
মুখে [illegible]। বেলা ৬ দণ্ডের সময়ে পাকা-
২ প্রহর অতীত হইল, তথাপি চাল্‌দা
মধ্যেমধ্যে এক একটী চাল্‌দা
গলে নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের উপর
নে করেন চাল্‌দা ভাল নহে বলিয়াই
এইরূপে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত
হইল। ক্ষুধা হইয়াছে—তাহাতে আবার অহ-
ঙ্কারের চাল্‌দার অম্বল কিছুই হইল না—ইহাতে
ক্রোধের ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। সেই ক্রোধের
সময়ে চট্টরাজ বাটীতে থাকিলে অবশ্যই ২।৪ ঘা সম্মা-
র্জনী খাইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সৌভাগ্য-
ক্রমে তৎকালে তিনি বাটীতে ছিলেন না। অনন্তর
তিনি বাটী আসিয়া দূর হইতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণী রাগে
গর্ গর্ করিতেছেন এবং মধ্যেমধ্যে একখান পোড়া কাঠ
মাটীতে আপ্‌সাইতেছেন। দূর হইতে এই ব্যাপার
দেখিয়াই চট্টরাজের চক্ষুস্থির হইল। তিনি অলক্ষিতে
পশ্চাতে আসিয়া চাল্‌দার অম্বলের অবস্থা বুঝিলেন
এবং সাহসে নির্ভর করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'চাল্‌দার
অম্বল ত বেশ হইয়াছে, এখন্ সাঁত্‌লাইয়া লইলেই
হয়'। ব্রাহ্মণী শুনিয়াই রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং

যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালি পাড়িলেন। চট্টরাজ কিছুতেই বিরক্ত হইলেন না। 'চালদার অম্বল বেশ হইয়াছে, এখন সাঁতলাইয়া লইলেই হয়' এই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। বার বার ঐ কথা বলায় ব্রাহ্মণীর মনে হইল, তবে বুঝি সত্য সত্যই চালদার অম্বল ভাল হইয়াছে। সুতরাং কোপের কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া অম্বল সাঁতলাইতে বসিলেন। এক হাঁড়ী জল ও আস্ত চালদা, যেমন তাহা অন্য হাঁড়ীতে ঢালিলেন, অমনি সে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া উনানে পড়ায়, অম্বল উনানের মধ্যে ঢেউ খেলাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অমনি ক্রোধে অধীরা হইয়া চট্টরাজকে সম্মার্জ্জনীপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। চট্টরাজ ভাবগতিক বুঝিয়া কহিলেন, আর রাগিতেছ কেন? উনানের মধ্যহইতে অম্বল তুলিয়া কয়লা ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম চালদার অম্বল হইবে। বার বার এইরূপ বলায় এবারেও ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইলেন এবং ঐরূপে কয়লা ছাঁকিয়া এক খান বড় বহগুণায় ঐ অম্বল রাখিয়া চট্টরাজকে কহিলেন, তুমি আজি আমায় বড় কষ্ট দিয়াছ; এই বগ্নোর অম্বল সমুদয় তোমায় খাইতে হইবে। চট্টরাজ কহিলেন, উহা যে উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে, সমস্তই খাইব সন্দেহ নাই—আন অন্ন আন। সে দিন ঐ চালদার অম্বল রাঁধিতেই সমস্ত সময় গিয়াছিল—অন্নপাক করা হয় নাই। এই জন্য পূর্ব্বদিনের পান্তা

ভাত ছিল, তাহাই এক পাথর বাড়িয়া ও সেই অম্বলের বহুগুণা সম্মুখে দিয়া ব্রাহ্মণী এক ঝাঁটা হস্তে নিকটে বসিলেন এবং কহিলেন যদি এই সমুদয় না খাও, তা হলে তোমায় এই ঝাঁটাপেটা করিব। চট্টরাজ খাইতে বসিলেন। একে সেই চলদার অম্বল—তাহা আবার পিতলের বহুগুণায় থাকায় কলস্কিয়া গিয়াছে—তাহাতে আবার পচা পান্তা ভাত—কোনরূপেই মুখে প্রবেশ করে না—বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইলে বমি আইসে। সুতরাং চট্টরাজ মহাবিপদে পড়িলেন—অতি কষ্টে ২।১ বার গিলিলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন—চালদার অম্বল কেমন হইয়াছে ?। চট্টরাজ ঝাঁটা খাইবার ভয়ে উত্তর করিলেন, অতি উত্তম হইয়াছে। ব্রাহ্মণী কহিলেন যদি সমুদয় না খাও, তবে নিশ্চয়ই এই ঝাঁটা খাইতে হইবে। চট্টরাজের বিষম বিপদ উপস্থিত। তিনি এক একবার উহা মুখে দেন, আর কত কষ্টে বমি সম্বরণ করেন—আর মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণীর জিজ্ঞাসানুসারে বলিতে হয় "চালদার অম্বল উত্তম হইয়াছে"। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর সহ্য না হওয়ায় চট্টরাজের পলাইবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু ব্রাহ্মণী ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর ন্যায় সম্মুখে বসিয়া আছে—পলাইতেও পারেন না। ইত্যবসরে ছেলে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণী যেমন তাহাকে শান্ত করিতে যাইলেন—চট্টরাজ অমনি উঠিয়াই দৌড় দিলেন। ব্রাহ্ম-

নীও তাহা দেখিয়া ছেলে ফেলিয়া সেই কাঁটা হাতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। চট্টরাজ দৌড়িতে দৌড়িতে গ্রামের প্রান্তস্থিত নদীতে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং সাতার দিয়া পরপারে উঠিলেন। ব্রাহ্মণী সাঁতার জানিতেন না সুতরাং নদীতে পড়িতে পারিলেন না—এ পারে দাঁড়াইয়াই কাঁটা আস্ফালিতে লাগিলেন। চট্টরাজ পরপারে উঠিয়া নির্ভয়চিত্তে ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখ ব্রাহ্মণি! এপারে আসিয়াছি, এখন আর তোমায় ভয় নাই; এখন্ বাপের সুপুত্র হয়ো বুক ঠুকে বলি—**তোমার চালদার অম্বল ভাল হয় নাই।**

জগন্নাথ।

(২৯)

রাধানাথভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ ও অন্ধ;—ঘরের পিঁড়ায় বসিয়াছিল। তাহার পুত্র জগন্নাথ ঘরে শিকল দিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে একজন চোর ঐ ঘরের পিঁড়ায় উঠিল। অন্ধ পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কেও?” চোর “আমি জগন্নাথ” এই বলিয়াই শিকল খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অন্ধ আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের শিকলটী দিয়া পুনর্ব্বার যথা স্থানে বসিল। অনন্তর উহার প্রকৃত পুত্র আসিয়া উপস্থিত

হইলে অন্ধ পুনর্ব্বার পদশব্দে জিজ্ঞাসা করিল "কেও?" সে উত্তর করিল "আমি জগন্নাথ" তখন্ অন্ধ কহিল "বাপু জগন্নাথ! এই ঘরের মধ্যে একটী জগন্নাথ ঢুকিয়াছে—দেখত"।

জড়্ব জড়াং।

(৩০)

রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় এক জন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত সভামধ্যে প্রবেশ করিয়াই 'জড়্ব জড়াং' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সভাস্থ বড় বড় পণ্ডিতেরা তাহার কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহাকে অপর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল কহিলেন "জড়্ব জড়াং" ইহাতে সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক—বিশেষতঃ সভাপণ্ডিত মহাশয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন যেরূপ দিগ্‌গজ পণ্ডিত দেখিতেছি, তাহাতে হয় ত আমার পদই বা অধিকার—করিয়া লয়। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে রামকান্ত নামে এক বড় কৃতী ছাত্র ছিল। সে সমুদয় ব্যাপার শুনিয়া রাত্রিকালে পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট যাইয়া দর্প করিয়া কহিল, কল্য প্রাতে আমি রাজসভায় যাইয়া দিগ্‌বিজয়ীকে অবশ্যই পরাজয়করিব। পণ্ডিত

মহাশয় শুনিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং পর দিন প্রাতে তাহাকে অধ্যাপক সাজাইয়া রাজসভায় পাঠাইয়া দিলেন। দিগ্‌বিজয়ী তাহাকে দেখিয়াই কহিলেন "জড়্‌ব জড়াং"। রামকান্ত ঐ কথা শুনিবামাত্র তাঁহার চুলের টিকী ধরিয়া গালে এক চপেটাঘাত করিল। সভায় সকলেই স্তব্ধ হইল—রামকান্তকে তিরস্কার করিয়া বারণ করিল এবং রাজা তাহাকে প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসাকরিলেন। রামকান্ত ক্রোধভরে কহিল মহারাজ, এ অতি গণ্ড মূর্খ! ইহার শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নাই, এই জন্যই উহাকে মারিয়াছি। এ প্রথমেই বলে 'জড়্‌বজড়াং'—মহারাজ! জড়্‌বজড়াং প্রথমে নহে—ও বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা ব্যাখ্যা করি শুনুন—শাস্ত্রকারেরা ফলারের প্রকরণে ঐ কথা লিখিয়াছেন। ফলারের প্রথমে "তড়্‌প তড়াং" অর্থাৎ তড়্‌তড়্‌ করিয়া পাতায় জল দিবে; পরে "জড়্‌ব জড়াং" অর্থাৎ দৈ দিয়া লুচিমণ্ডা জড়িয়া মাখিবে; তৎপরে অর্থাৎ ঐরূপ মাথার পরই "সড়্‌পসড়াং" অতএব দেখুন প্রথমে তড়্‌পতড়াং, পরে জড়্‌বজড়াং, তৎপরে সড়্‌পসড়াং; কিন্তু এই মূর্খের ঐ অগ্র পশ্চাৎ জ্ঞান নাই।

টাকা চালাইয়াছি।

(৩১)

ক্ষেত্রনাথ মণ্ডল বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটী টাকা প্রদর্শনকরিয়া ম্লানমুখে কহিল " এ টাকাটী মেকী হইল, কোনও রূপে চালাইতে পারিলাম না" এই কথা শুনিয়া তৎপুত্র গয়ারাম কহিল " সে কি ?—টাকা চলিল না !—আমাকে দাও চালইয়া আসি"—ক্ষেত্রনাথ পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধি জানিত, তথাপি যদি পারে এই ভাবিয়া দিল। গয়ারাম টাকা লইয়া প্রস্থান করিল এবং কিঞ্চিৎক্ষণপরেই ফিরিয়া আসিয়া হাস্যমুখে কহিল "টাকা চালাইয়াছি" ক্ষেত্রনাথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কিরূপে চালাইলে ?—গয়ারাম কহিল আমি যখন্ বাটী হইতে বাহির হই, তখন্ এক জন ব্যাপারী বলদের পিঠে ছালা চাপাইয়া যাইতেছিল। পথে সে প্রস্রাব করিতে বসিল—এমত সময়ে আমি চুপি ২ ছালার নীচে টাকাটী গুঁজিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম—ব্যাপারী কিছুই জানিতে পারিল না—টাকাটী ছালার সঙ্গে শনং করিয়া চলিয়া গেল !——ওরে মোর সোণার জাদু ! বলিয়া গয়ারামকে ক্রোড়ে করিয়া ক্ষেত্রনাথের নৃত্য।

টাকারই মত চলে।

(৩২)

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে ভৈরব নামে একটী টোলের ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। ঐ নর্ম্মালের ছাত্রেরা ৫ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইত। ভৈরবও তাহা পাইত। একদা তত্রত্য প্রধান শিক্ষক ভূগোলের প্রশ্নে ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পৃথিবীর আকার কেমন?" ভৈরব উত্তর করিল "গোল"।—"কার মত গোল?"—"টাকার মত গোল"—প্রধান শিক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "পৃথিবী এক স্থানে স্থির থাকে—না চলে?"—ভৈরবের উত্তর "চলে"—। "কার মত চলে?"—"টাকা গড়াইয়া দিলে যেমন চলে যায়, তেমনই চলে"।—এই কথা শুনিয়া প্রধান শিক্ষক কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন--তুমি প্রতিবারই টাকার কথা বলিয়া উদাহরণ দিতেছ কেন? পুস্তকেত টাকার মত বলিয়া লেখা নাই।—ভৈরব কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল মহাশয়! আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান—আমাদের চিরকালের সংস্কার এই যে, পৃথিবী ত্রিকোণা এবং অচলা। আপনারা যে, উহাকে গোল এবং সচলা কহেন তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি না,—তবে আপনাদের নিকট টাকা পাই, কেবল এই

গত দোষ জন্মিয়াছিল। এক দিন স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ায় গ্রামের সর্ব্বত্রই ঐ কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। জমীদার কৃষ্ণকিশোরের নিকটে ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারে নাই—তাহার পুত্র হরেকৃষ্ণকে মধ্যে মধ্যে বিদ্রূপ করিতে কেহ ছাড়িত না। এক দিন কৃষ্ণকিশোর ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমত সময়ে গৃহিণী নানা কৌশলে কথাউত্থাপন করিয়া সরোদনে কহিলেন, যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে হরেকৃষ্ণ কোন্ দিন কি করে বলা যায় না—বাছা আত্মঘাতীই হইবে, কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণকিশোর চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? গৃহিণী কহিলেন, সে দিন বৌমার সেই গোলমাল হওয়ায় লোকে পাঁচ কথা বলে—বাছা লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারে না এবং সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকে। কৃষ্ণকিশোর শুনিয়া কোপে জলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নায়েবকে ডাকিয়া কহিলেন দেখ নায়েব; চতুর্দ্দিকে দশখানা গ্রাম আমার জমীদারী—সকলেই আমার প্রজা—উহাদের এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার ঘরের কুৎসা প্রকাশ করে—তুমি এক্ষণেই বদে মুচিকে ঢোল সমেত ডাকাও এবং "জমীদার কৃষ্ণকিশোর মিত্রের পুত্রবধূ সে দিন প্রজা মধোডোমের সহিত এক গৃহে যে ধৃত হইয়াছিল, এ কথা যে প্রকাশ করিবে, জমীদার মহাশয় তাহার সর্ব্বস্ব লুঠকরিয়া ঘর দ্বার

কাটিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে উঠাইয়া দিবেন" এই কথা গ্রামে গ্রামে চাঁটিয়া দেওয়াইয়া আইস।

তবু ব্যাটারা মাতাল বলে।

(৩৬)

হরিমোহন মত্ত মদে চুর্চুরে হইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, এমত সময়ে ঘোষ দুগ্ধ দিয়া বাটী হইতে বহির্গত হয়। হরিমোহন তাহাকে ডাকিয়া কহিল ঘোষ! তুমি দুধ দিয়া যাইতেছ—তোমার কটী গাই আছে? ঘোষ কহিল, মহাশয়! আমার আর এখন ২টী বৈ গাই নাই—একটী বুড়া ও একটী তাহার বাছুর, এই নূতন বেয়াইয়াছে। হরিমোহন জিজ্ঞাসা করিল "বাড়ীতে কোন্‌টীর দুধ দিয়া চলিলে?" ঘোষ কহিল, "পূর্ব্বে বুড়া গাইটীর দুধই বরাবর দিয়াছি—এখন তাহার বাছুরটীর দুধ দিতেছি"—তখন হরিমোহন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ব্যাটা! যার দুধ খাই সে ত মা—তোর বুড়া গাই এর দুধ যখন্ খাইয়াছি—তখন সে মা হইয়াছে; তাহার বাছুর ত ভগিনী—তবে রে ব্যাটা হারামজাদা! তুই ভগিনীর দুধ খাওয়াইয়া যাস্?—এই বলিয়াই ঘোষকে প্রহার। ঘোষ দেখিল নিকটে কেহ নাই—অতএব সেও উত্তম মধ্যম দিয়া উঠানে লুটাপুটি খাওয়াইয়া

প্রস্থান করিল। পরে হরিমোহন উঠিয়া হাঁপাইতে২ বৈঠকখানায় গিয়া বসিল—এবং আপন মনেই কহিল—হায় আমি এত সাবধান হইয়া চলি—যে ভগিনীর দুধ টুকু পর্য্যন্ত খাই না, তবু ব্যাটারা মাতাল বলে।

তাড়াইয়া বাহির করিবে।

(৩৭)

বঙ্গদেশীয় রামগতি বিদ্যালঙ্কারের নিকট রামমাণিক্য গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বট্টাচাযা মোশায়! মোর ছাবালটী হেয়ালের বিট্‌ঠা কাইয়াছে, ইহার বিদান কি?" বিদ্যালঙ্কার ব্যবস্থা দিলেন "উহারে আদ চটাক কুত্তার বিষ্টা কাওয়াইয়া দেও—তা হলি হেয়ালের বিষ্টাকে তাড়াইয়া বাহির করিবে।"

তিন প্রহর না হইলে ছাড়িব না।

(৩৮)

একদা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহিত কামদেব ন্যায়রত্নের শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছিল। ন্যায়শাস্ত্রের বিচার—বিদ্যাবাগীশ একটা কথা ন্যায়রত্নকে কোনওরূপে বুঝাইতে না পারিয়া বড় বিরক্ত হইয়া কহিলেন—কি চাসার হাতেই পড়িয়াছি—এমন চাসাত দেখি নাই!—ন্যায়রত্ন উত্তর করিলেন, হাঁ

বড় চাসার হাতেই পড়িয়াছ—আমি সামান্য চাসা নহি—বেলা তিন প্রহর না হইলে তোমায় ছাড়িব না।

তিন হাত মাত্র।

(৩৯)

একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নর্ম্ম সচিব গোপাল ভাঁড়ের কৃত কোন কার্য্যের জন্য নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন “গোপাল! তোমাতে আর গাদাতে তফাৎ কি?” গোপাল অমনি আপনার ও রাজার মধ্যবর্ত্তী স্থানটী হস্তদ্বারা মাপিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল “মহারাজ তিন হাত মাত্র।”

তুমি কম্বল খাইয়াছ।

(৪০)

ছাত্র নিধিরাম চিকিৎসা দেখিবার জন্য গণেন্দ্র কণ্ঠাভরণের সহিত রোগীদিগের বাটীতে যাইত। একদা কণ্ঠাভরণ কোন রোগীর হাত দেখিয়া কহিলেন, তুমি আজি ডাব খাইয়াছ। রোগী প্রথমে অপলাপ করিল, কিন্তু কণ্ঠাভরণ কহিলেন, তোমার নাড়ীতে ডাবের জল জানিতে পারিতেছি, খাই নাই বলিলে শুনিব কেন? তখন রোগী অগত্যা স্বীকার করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নিধিরাম আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বাটীতে আসিয়া ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—কবিরাজ

মহাশয়! আপনি নাড়ীতে ডাবের জল কিরূপে জানিতে পারিলেন? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কণ্ঠাভরণ কহিলেন বাপু! ওসকল কি নাড়ীতে টের পাওয়া যায়? অনুমানে বুঝিয়া লইতে হয়। রোগীর বিছানায় ডাবের ছোব্‌ড়া নেয়াপাতি প্রভৃতি পড়িয়াছিল, তাহাতেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম। নিধিরাম শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল, এবং একদিন স্বয়ং এক রোগীকে দেখিতে যাইল। নিধিরামকে দেখিয়া রোগীর আত্মীয়েরা বসিবার জন্য একখানি কম্বল পাতিয়া দিল। কম্বলখানি পোকায় কাটিয়াছিল, এ জন্য উহার অনেকগুলি লোম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রোগীর বিছানায় পর্য্যন্ত পড়িল। নিধিরাম বসিয়া রোগীর হাত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল—বাবু! তুমি কিছু কুপথ্য করিয়াছ—রোগী কহিল আজ্ঞে—না, আমি কিছুই খাই নাই। নিধিরাম কহিল, খাই নাই—বলিলে আমি শুনিব কেন?—তোমার নাড়ীতে আমি যে বিলক্ষণ টের পাইতেছি—তুমি কম্বল খাইয়াছ!

ভুলিয়াও পোড়ান চলে।

(৪১)

শ্রীরাম তর্কবাগীশ ও জয়দেব স্মার্ত্তবাগীশ দুই সহোদর—জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত্ত। একদা গ্রামের

একজন কায়স্থ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের বাটীতে আসিল এবং স্মার্ত্তবাগীশের দেখা না পাইয়া তর্কবাগীশ-কেই জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! কিয়ৎক্ষণ হইল,আমার ৪ বৎসরের একটী পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—তাহার গতি কিরূপ করিতে হইবে? তর্কবাগীশ ব্যবস্থা দিলেন, তাহাকে মৃত্তিকাসাৎ করিতে হইবে। ব্যবস্থা ঠিক হইল না, বলিয়া কায়স্থের মনে সন্দেহ হইল, কিন্তু তর্কবাগীশের কথার অন্যথা করিবার যো নাই, ভাবিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল। পথিমধ্যে স্মার্ত্তবাগী-শের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকেও ঐ কথা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, এবং তর্কবাগীশ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাও কহিল। স্মার্ত্তবাগীশ শুনিয়া কহিলেন, দাদা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, অথবা তাঁহার শুনিতে ভ্রম হইয়াছিল, তাহাতেই ওরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন—তুমি যাও—সে বালকের অগ্নিসংস্কার করিতে হইবে। কায়স্থ নিঃসন্দেহ হইয়া চলিয়া গেল। অনন্তর স্মার্ত্তবাগীশ বাটী আসিয়া দাদাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন যে, তুমি স্মৃতিগ্রন্থ কিছুই দেখ না—অথচ লোক আসিলেই ব্যবস্থা দেও, এরূপ অব্যবস্থা দেওয়ায় মানসম্ভ্রম সমুদয়ই নষ্ট হইবে।—তর্কবাগীশ হাসিয়া উত্তর করিলেন ভায়া! এত রাগই করিতেছ কেন? আমি অযুক্ত ব্যবস্থা দিই নাই, সকল দিক্ বজায় রাখিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছি—আমি যে বালককে

পুঁতিতে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহাকে পোড়াইতে বলিতেছ—আচ্ছা—পোঁতা হইলেও তুলিয়া পোড়ান চলে ত? আর যদি ভাই! আমি পোড়াইতে বলিতাম —আর তোমার ব্যবস্থায় পোঁতা হইত—তখন পোড়ান হইয়া গেলে পুঁতিবার জন্য ছেলে কোথা পাইতে?

তেল-শাক হইতে।

(৪২)

কালিদাস ঘোষ বড় মাংসাশী—সে একদিন মনসা-পূজায় একটী পাঁঠা পাইয়া ভ্রাতা দুর্গাদাসকে আনিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে বাহির হইল। দুর্গাদাস পাঁঠা ছাড়াইয়া মাংস প্রস্তুত করিয়াছে, এমত সময়ে কালিদাস আসিয়া মাংস দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাংস ত দেখিতেছি—ছালও লোমগুলা কৈ?—দুর্গাদাস কহিল ছাল কুটিয়া লইয়াছি—লোমগুলা ফেলিয়া দিয়াছি। কালিদাস বিরক্ত হইয়া কহিল, লোম কেন ফেলিয়া দিলে? লোমে ত বেশ তেল-শাক হইত!

তোমার কটা চাই?

(৪৩)

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কলিকাতার রাস্তা দিয়া চলিয়া যান। একটী অর্দ্ধবৃদ্ধা বিলাসবতী তাঁহার

পশ্চাৎ যাইতে ২ জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর মহাশয়! কটা বেজেছে?—বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন না। বিলাসবতী—আবার জিজ্ঞাসা করিল; কোনও উত্তর পাইল না—আবার জিজ্ঞাসা করিল। তখন বিদ্যা-সাগর বিলাসবতীর দিকে সম্মুখ হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন বাছা! তোমার ক টা চাই?

তোমা হেন পুরুষে ন বিশ্বাসঃ।

(৪৪)

দেওয়ান গোকুলকৃষ্ণ ঘোষের নিকট এক ভট্টাচার্য্য যাইয়া

"আতরলাঘবহেতো মূর্ত্তহর তরণিং তবাবলম্বে।
অপণংপণমিহ কুরুষে নাবিক পুরুষে নবিশ্বাসঃ॥"

এই শ্লোকটীর আবৃত্তি ও অর্থ করিয়া কহিলেন, আমি এইটী রচনাকরিয়াছি। বাস্তবিক ঐ শ্লোকটী প্রাচীন—ঘোষজাও উহা জানিতেন। তিনি শুনিয়া কহিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমিও একটী শ্লোক রচনা করিয়াছি—শুনুন

অকৃতং কৃতমিহ কুরুষে তোমা হেন পুরুষে ন বিশ্বাসঃ

তোর গোরু আমার ফুলগাছ খাবে।

(৪৫)

"গোবর্দ্ধনঘোষ রাত্রিতে শয়ন করিয়া স্ত্রীর নিকটে

কহিল, আমরা গোয়ালাজাতি, দুএকটা গোরু বাছুর না থাকিলে আমাদের ভাল দেখায় না—এবার কিছু হাতে হইলেই একটা গাইগোরু কিনিব। রেবতী শুনিয়া বড় খুসী হইল এবং পরদিন থল্যানের হাট হইতে কতকগুলি হাঁড়ি কুঁড়ি কিনিয়া আনিল। গোবর্দ্ধন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ও সকল কি? রেবতী আদরের হাসিতে পূর্ণ হইয়া কহিল, তুমি কালি গাই কিনিব বলিয়াছ—তাই আমি এগুলি কিনিয়া আনিলাম—দেখ—এই কেঁড়েটীতে গাই দোওয়া হইবে; এই হাঁড়িটীতে দুধ জ্বালদেওয়া—এইটীতে দৈপাতা—এইটীতে ঘোল মওয়া—এইটীতে ননী রাখা ও এইটীতে ঘি রাখা হইবে। এ সকলগুলি দেখান হইলেও একটী ভাঁড় অতিরিক্ত রহিল। গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল ওটা কি?—রেবতী ওটা কিছু নয়, বলিয়া তাহার উপর আঁচল চাপা দিল। গোবর্দ্ধন জানিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল—তখন্ রেবতী মৃদুস্বরে কহিল—আমার বোন্ হাটে এসেছিল—তার কোমরে ব্যথা হয়েছে—তাই আমাদের গোরু কেনা হবে, শুনে একটু ননী চেয়েছে; সেই ননীর জন্য ঐ ভাঁড়টী দিয়াছে। গোবর্দ্ধন চটিয়া লাল হইল এবং এক নাদনা হাতে লইয়া "হারামজাদি! গোরু কেনা না হতেই তুই ননী বিলাইয়া আমার ঘর পয়মাল করিতে লাগিলি" এই বলিয়া রেবতীকে প্রহার—রেবতী 'বাপ্‌রে—মলাম রে' বলিয়া চীৎকার করিতে

লাগিল। সম্মুখে রামধনবিদ্যালঙ্কারের চৌরাড়ী—বিদ্যালঙ্কার খড়মপায় গাড়ু হাতে বাহিরে আসিতে-ছিলেন। তিনি "ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞাসা করিলেন—রেবতী দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিল। বিদ্যালঙ্কার শুনিয়া ক্রোধসহকারে গোবর্দ্ধনকে কহিলেন "তবে রে গোব্‌রা! তুই হারাম-জাদা গোরু কিনিবি—আর তোর গোরু আমার চৌরা-ড়ীর এই সকল ফুল গাছ খাইয়া নষ্ট করিবে?" এই বলিয়াই গোবর্দ্ধনের চুলের টীকী ধরিয়া খড়মের দ্বারা আপাদমস্তক প্রহার।

দলেও থাক্‌বনা।

(৪৬)

এক বিদ্যাসুন্দর যাত্রাস্থলে মালিনী বিদ্যার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া "রাজকুমারি মালা নেও" বলিয়া বার বার সাধিতেছিল। তখন রাজকুমারী ঘুমে ঢুলিতেছিল, সুতরাং সে কিছুই শুনিতে পাইল না এবং কোন উত্তরও করিল না। বেহালাওয়ালা রাজকুমারীর পশ্চাৎ দাঁড়াইয়াছিল—সে ২।৩ বার কাটির খোঁচা দিল, তথাপি রাজকুমারীর ঢুলুনী থামিল না। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমারীর পৃষ্ঠে সবলে এক চপেটা-ঘাত করিল। ঠিক সেই সময়েই মালিনী আবার

বলিল।—"রাজকুমারি মালা নেও"—তখন রাজ-কুমারী চপেটাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল "যা হারামজাদি! তোর মালাও নেব না—তোর দলেও থাক্‌ব না।"

দাদা পাঁঠা ডাকে।

(৪৭)

হরদত্ত রামপ্রসাদের বৈটকখানায় বসিয়া কহিল, কোন না কোনরূপে পাঁঠার সংস্রব না হইলে আমাদের দু ভাইএর খাওয়া হয় না। রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ত এত টাকা নাই যে, প্রত্যহ পাঁঠা কিনিতে পার, তবে কিরূপে পাঁঠার সংস্রব হয়? হরদত্ত কহিল কোথাও একটু মাংস পাইলে তাহাতেই আমরা একমাসের তরকারি করি; যেদিন কোনওরূপে মাংস না পাকে, সেদিন একটা পাঁঠা ধরিয়া আনিয়া উঠানে বাঁধিয়া রাখি, সেটা ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকে, আর আমরা দু ভাই ভাত খাইয়া লই। যেদিন তাহাও না ঘটে, সে দিন দাদা ভাত খাইতে বসে, আমি পাদাড়ে গিয়া পাঁঠার মত ডাকি, এবং দাদার খাওয়া হইলে আমি খাইতে বসি, দাদা পাদাড়ে গিয়া পাঁঠা—ডাকে।

দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।

(৪৮)

রাখালদাস ন্যায়রত্ন কাশীনাথ বাবুর নিকট যাইয়া কহিলেন বাবু! একটী কবিতা করিয়াছি শুনুন, "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ"—বাবু শুনিয়া কহিলেন, এ কবিতায় উত্তম রস কৈ? ন্যায়রত্ন কহিলেন কেন বাবু! দুগ্ধের অপেক্ষা উত্তম রস আর কি আছে? বাবু হাসিয়া কহিলেন, সে রস নহে—তা যা হউক, কবিতায় যে চারি চরণ থাকে, ইহার তাহা কৈ? ন্যায়রত্ন উত্তর করিলেন, বিড়ালের ত চারি চরণই আছে। বাবু আবার হাসিলেন এবং কহিলেন, বিশেষ অর্থ কৈ? কিছুই ত নাই?—ন্যায়রত্ন উত্তর করিলেন—বাবু! 'অর্থ নাই' এ কথা যে বলিয়াছেন—তাহা ঠিক—কিন্তু বাবু! বিবেচনা করুন যদি অর্থই থাকিবে, তবে কবিতা লয়ে আপনকার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিব কেন?

দুধ চিঁড়াটী খাওয়া চাইই।

(৪৯)

ফটিকচাঁদ বিশ্বাস শ্রীধরমিত্রের বৈটকখানায় গল্প করিতে করিতে কহিল, রাত্রিতে দুধ চিঁড়া ভিন্ন আমার অন্য আহার হয় না। শ্রীধর কহিল চিঁড়া ত ক্ষেতের

আউশধান বদলদিয়া পাওয়াযায়—দুধ প্রত্যহ জোটে ত? ফটীক কহিল, দুধ যেদিন নিতান্ত না যোটে, সে দিন ঘোলমেখে—নিদানপক্ষে তেঁতুল-মেখেও দুধচিঁড়া পাই—দুধ চিঁড়াটী খাওয়া চাইই।

দুধে হাত পড়েনি।

(৫০)

বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের পর দেওয়ানজী গোপের সহিত দুধের হিসাব করিতে বসিলেন, এবং এদিনকার দুধে সতর সের জল ছিল—ওদিনকার দুধে উনিশসের জল ছিল—সেদিনকার দুধে তেইশ সের জল ছিল, ইত্যাদি বলিয়া অনেক দুধ বাদ দিতে লাগিলেন। গোপ ব্যগ্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দোহাই দেওয়ান জী! জোড় হাত করিতেছি—মারা যাব—ছেলে পিলে মারা যাবে—গোরু বাছুর মারা যাবে।—মিছামিছি অত দুধ কাটিবেন না। দেওয়ানজী শুনিলেন না—ক্রমিক কাটিতে লাগিলেন। গোপ বারবার ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিয়া শেষে চুপ করিল—দেওয়ানজী যাহা করিলেন, তাহার আর কিছুই প্রতিবাদ করিল না। অনন্তর হিসাবপত্র চুকিয়াগেলে টাকাগুলি সমুদয় গণিয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিল এবং দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, 'হেদে দেখ, দেওয়ান্! তুই ত মনের

সাধে কাটিনি, তবু দুধে হাত পড়েনি—জলে জলেই ঘুরেছিস্' এই বলিয়াই প্রস্থান।

দোনো হাত জোড়া থা।

(৫১)

জগবন্ধু বাবুর বাটীতে রাম সিং দ্বারবান্। বাবুর বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। রামসিঙের দাড়ী আঁচড়াইতে, পাক্ড়ী বাঁধিতে ও ঢাল তরয়ার লইয়া যাইতে যাইতেই ডাকাইতেরা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া প্রস্থান করিল। রাম সিং কিছুই করিতে পারিল না, দেখিয়া সকলেই রামসিংকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রামসিং কহিল বাবু! হাম লোক ক্যা করেঙ্গে ? হাম কুচ্‌করনে শকা নেহি—হামারা এক হাত মে ঢাল থা এক হাত মে তরওয়াল থা—হামারা দোনও হাত জোড়া থা।

দ্বিতীয় না তৃতীয় ?

(৫২)

কাজী ফৈজ উল্লা আহার করিতে বসিয়া মাছের মুড়া খাইতে ছিলেন, এমত সময়ে দিগম্বরবন্দ্যোপাধ্যায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাজীসাহেব কি করিতেছেন! কাজী উত্তর করিলেন, তোমাদের অবতার ভক্ষণকরিতেছি। বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা

করিল—কোন্ অবতার ?—দ্বিতীয় না তৃতীয় * ? কাজী অমনি আহার ছাড়িয়া তোবা তোবা বলিয়া উঠিলেন।

নমো নলিননেত্রায়।

(৫৩)

উদ্ধবদাস বৈরাগী অচ্যুতানন্দগোস্বামীর নিকট একদিন জিজ্ঞাসা করিল প্রভু!

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধর সুধা-পানশালিনে বনমালিনে॥

এই শ্লোকটীর অর্থ কি? গোসাইজীর শাস্ত্রবিদ্যা আমারই মত—সুতরাং তাঁহার চক্ষুস্থির হইল, তথাপি পাছে শিষ্য মূর্খ মনে করে, এই ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন উদ্ধবদাস! অর্থ শোন—'নমো নলিন-নেত্রায়' ইহাত তুমিও বোঝ—আমিও বুঝি। উদ্ধব-দাস—"আজ্ঞে ও অতি সহজ, ও আর কে বুঝিতে না পারে।" গোসাঁইজী—'বেণুবাদ্যবিনোদিনে' টুকু যে না বোঝে—তাহার ত আমি কণ্ঠী ছিঁড়ি। উদ্ধব "আজ্ঞে ও যে না বোঝে—সে ত বৈষ্ণবহইতেই খারিজ"—গোসাঁইজী—"তবে এক্ষণে 'রাধা ধর সুধা পান শালি নে বনমালি নে'' এই টুকুর অর্থ করা চাই—তা শোন—একদিন বড় বাদলা—বাজারে কিছুই পাওয়া

---

১ মৎস্যঃ ২ কূর্ম্মো ৩ বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ।

গেল না—এজন্য শ্রীমতী 'রাধা' একটী 'সুধা' অর্থাৎ শুধু 'পান' সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া কহিলেন কৃষ্ণ! আজি এই শুধু পানটী 'ধর'? ভগবান কহিলেন কি! আমি ত্রিভুবনের অধিপতি—আমাকে শুধু পান!—আমি লব না তুই 'শালি নে'—। তখন শ্রীমতী সজলনয়নে কহিলেন কি করিব—আজি বাদলায় সকল বেণের দোকান বন্ধ—কোথাও মসলাপাতি পাইলাম না—অতএব দয়া করিয়া আজিকার মত 'বনমালি নে'—এখন দেখ উদ্ধবদাস! তোমার শ্লোকের অর্থ কেমন হইল! আহা কি ভাব! রাধা ধর সুধা পান শালি নে বনমালি নে—উদ্ধবদাস শুনিয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া ধূলাবলুণ্ঠিত।

না হয় তুমি করিবে।

(৫৪)

অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য গোকুল ছুতারকে একখানি জলচৌকী গড়িবার জন্য কাষ্ঠ প্রভৃতি দিয়াছিলেন। ২। ৩ মাস অতীত হইল, গোকুল কোনও মতে চৌকী দিল না। ভট্টাচার্য্য প্রত্যহ তাগাদা করেন, গোকুল আজি দিব—কালি দিব বলিয়া ভাঁড়াভাঁড়ি করে। প্রতি দিন ভাঁড়াভাঁড়িতে ভট্টাচার্য্য কুপিত হইয়া এক দিন গোকুলের বাটীতে বসিলেন—এবং কহিলেন

আজি যদি তুই চৌকী না দিস্—তাহা হইলে তোর শ্রাদ্ধ করিব। গোকুল কহিল আজি দিতে পারিব না, কালি দিব। ভট্টাচার্য্য ক্রোধসহকারে কহিলেন, আজি যদি না দিস, নিশ্চয়ই তোর শ্রাদ্ধ করিব। এই-রূপে গোকুল যতবার আজি দিতে পারিব না, বলে, ভট্টাচার্য্য ততবারই বলেন, তা হইলে নিশ্চয়ই আজি তোর শ্রাদ্ধ করিব। শ্রাদ্ধ করিব শ্রাদ্ধ করিব, এই কথা বার বার শুনিয়া গোকুল কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে কহিল ঠাকুর! শ্রাদ্ধ করিব বলিয়া বার বার কি ভয় দেখাইতেছ? শ্রাদ্ধ রামা করত—না হয় তুমিই করবে*।

না জানি কালাচাঁদ কেমন!

(৫৫)

রামচাঁদ ঘোষ তাঁহার বাটীতে আগত অতি কৃষ্ণবর্ণ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আপনকার নাম কি?—অপরিচিত উত্তর করিল, আমার নাম শ্রীগোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। রামচাঁদ অপরিচিতের শরীরের দিকে ক্ষণ কাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল বাপু! তোমাদের দেশের গোরাচাঁদই এই—না জানি কালা-চাঁদ কেমন?

* রামা গোকুলের পুত্র।

নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি।

(৫৬)

রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে কলিকাতায় কবিচন্দ্র নিমন্ত্রণপত্র পান নাই। তিনি চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ মনে করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া ঐ বিষয় জানাইলেন। ন্যায়রত্ন কহিলেন, এ কর্ম্মে আমার হাত নাই--জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের হাত-- অতএব তুমি তাঁহার নিকটে গিয়া জানাও। কবিচন্দ্র অমনি উত্তর করিলেন " চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি। (জগন্নাথ নির্ভুজ)

ন্যায়শাস্ত্রে বিদ্যা হয় নাই।

(৫৭)

ভবদেব তর্কালঙ্কার রামদেব বাচস্পতির টোলে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। একদা তিনি টোলে বসিয়া পুস্তকসম্মুখে শাস্ত্রচিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে এক জন চোর আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ গাড়ুটী লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোর গাড়ুটী ফেলিয়া নিতান্ত অবজ্ঞাসূচক স্বরে কহিল ছিঃ—এই তোমার গাড়ু লও—তুমি ন্যায়শাস্ত্রের পাঁত ভাবিতেছ, তথাপি গাড়ুর দিকে তোমার নজর আছে! যাও—তোমার ন্যায়শাস্ত্রে বিদ্যা হয় নাই।

পটোলের বা আলুর চাকর নই।

(৫৮)

বাবুরাম বাবু বৈটকখানায় বসিয়া খাদ্য সামগ্রীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কহিলেন পটোলের মত উত্তম তরকারী আর নাই। ঐ কথা শুনিবামাত্র মোসাহেব বক্রনাথ কহিল —কর্ত্তা যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন, পটোলপোড়া— পটোল ভাজা—পটোলের ডাল্না—পটোলের ঝোল—— ইত্যাদি সকলেতেই পটোল লাগে। অতএব পটোলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরকারী। এই কথার কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুরাম বাবু আবার কহিলেন, পটোল ভাল তরকারী বটে কিন্তু আলুর মত নহে। অমনি বক্রনাথ কহিল আজ্ঞা তার আর সন্দেহ কি? পটোলে যে যে তরকারি হয়, আলুতে সে সমস্তই হয়, তদ্ভিন্ন আলুভাতে হয়—অম্বলে আলু দেওয়া হয়, এমন কি শুদ্ধ গরম জলে আলু সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ দিয়া খাইলেও উত্তম লাগে। অতএব পটোল আলুর কাছে কোথায় লাগে? আলুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরকারী। এই কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু কহিলেন বক্রনাথ! এই তুমি কহিলে পটোলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরকারী; আবার এখনই কহিতেছ আলুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরকারী। তোমার এ দুই কথার কোন কথা সত্য?—বক্রনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল—কিন্তু তখনই জোড়হাত করিয়া কহিল বাবু! আমি পটোলেরও চাকর নই— আলুরও চাকর নই—আপনকার চাকর।

পটোলকে না আলুকে ভাল বলিয়া খুসী করিবার আমার কোনও দরকার নাই—আপনাকে খুসী করাই আমার দরকার—অতএব আপনি যাহাতে খুসী হয়েন, আমি তাই বলি।

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে।

(৫৯)

তারাপ্রসাদ সরকার গুরুমহাশয়গিরি করিত এবং পড়ুয়াদিগকে চাণক্যের শ্লোক পড়াইত। সরকার এক দিন পড়ুয়াদিগকে পড়াইবার সময়ে চাণক্যের নিম্ন লিখিত শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এইরূপে বুঝাইয়া দিল। যথা

"পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং"

অর্থাৎ পণ্ডিতের সকলই গুণ—দোষের মধ্যে কেবল মূর্খ।

পথ ভুলে এসেছি।

(৬০)

বেণীমাধব রায় দাসেদের নারিকেল চুরি করিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। রাত্রি অধিক ছিল না; বাগানী টের পাইয়া নারিকেল তলায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং গালি দিতে লাগিল। বেণীমাধবের নামিয়া পলাইবার যো ছিল না, সুতরাং গাছের উপরেই তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইল। ক্রমে পাড়ার ২।৪ জন ভদ্রলোকও ঐ খানে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বেণীমাধব বামণের

ছেলে হইয়া নারিকেল চুরি করিতে যাওয়ায় সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল। বেণীমাধব কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি ত নারিকেল চুরি করিতে এখানে আসি নাই। ভদ্রলোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি জন্য ওখানে গিয়াছ? বেণীমাধব উত্তর করিল—অন্ধকারে পথ ভুলে এসেছি।

পরশু আমার যাওন।

(৬১)

গোলকনাথ বন্দ্যোর বাটীতে এক জন অতিথি আসিয়াছিল। গোলকনাথ বাটীতে ছিল না। তাহার কন্যারা যে গৃহে রন্ধন করিতেছিল, অতিথি তাহার সম্মুখবর্ত্তি গৃহের পীঁড়াতেই বসিয়া রহিল। কন্যারা তাহাকে তাড়াইবার জন্য অনেক কৌশল করিল, কিন্তু অতিথি ভোজন না করিয়া কোনও মতেই তথা হইতে যাইতে সম্মত হইল না। তখন গোলকনাথের ছোট কন্যা অতিথিকে কহিল, তুমি আমাদের রান্নাবান্না দেখিয়া মনে করিও না যে, আজি আমাদের খাওয়া হইবে, " আজ আমাদের রাধন বাড়ন, কাল আমাদের খাওন " – অতিথি শুনিয়া হাসিয়া কহিল " বটে—তবে " আজও থাকন কালও থাকন পরশু আমার যাওন।"

পাড়াশুদ্ধ লোককে জাগাইবে।

(৬২)

নাপিতদের রমণী পূর্ণগর্ভা। সে রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার সময়ে মাকে কহিল, "মা। আমি ঘুমাইগে—যদি আমার প্রসববেদনা হয়, তবে তুই আমায় জাগাইয়া দিস্" মা উত্তর করিল—বাছা তা হ'লে তোমাকে আমায় জাগাইতে হইবে না—তুমিই পাড়াশুদ্ধ লোককে জাগাইবে।

পা ধরিতে পারিব না।

(৬৩)

রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত তাঁহার ছাত্র রামশঙ্কর একটী রোগীকে দেখিতে গিয়াছিল। সে রোগীর ৩। ৪ দিন কোষ্ঠশুদ্ধি হয় নাই—সুতরাং গাত্রদাহ পিপাসা ছট্‌ফটানি প্রভৃতি যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। কবিরাজ তাহার রোগের সমুদয় লক্ষণ বুঝিয়া তাহাকে একটী বড়ি দিয়া গেলেন, এবং পর দিন প্রাতঃকালে যাইয়া জানিলেন, সেই বটিকাসেবনে রোগীর পরিষ্কার রূপে ৪। ৫ বার শৌচ হইয়াছিল, তাহাতে গাত্রদাহাদি সমুদয় উপদ্রবের নিবৃত্তি হইয়াছে এবং রোগী সুস্থ হইয়া বসিয়া আছে; গৃহস্থেরাও কবিরাজের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া রামশঙ্কর ভাবিল কবিরাজ মহাশয়ের ঐ বড়ীটীর মত মহৌষধ আর কিছুই

নাই—ঐটী সংগ্রহকরিতে পারিলেই চিকিৎসা কার্য্যে আর কিছুই আটক থায় না। এই ভাবিয়া সে ক্রমে ক্রমে ঐ বড়ী অনেক গুলি সংগ্রহকরিয়া পেটেলি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং চিকিৎসা আরম্ভ করিল, এবং এক দিন এক রোগীকে যাইয়া দেখিল যে, তাহার জ্বরাতিসার হইয়াছে—অনবরত বাহ্যে যাইতেছে ও ছটফট করিতেছে। এখনই ইহাকে ভাল করিয়া দিব, এইরূপ সাটোপ বাক্যে রামশঙ্কর ঔষধ খাওয়াইয়া দিল, এবং গৃহস্থের অনুরোধে সেবেলা সেইখানেই অবস্থান করিল। রোগীর একে অতিসার হইয়াছিল, তাহাতে আবার তীব্র জোলাপ পেটে পড়ায় অনবরত ভেদ হইতে লাগিল; এমন কি সেই ভেদেই নাড়ী দমিয়া মৃত্যু হইল। গৃহস্থের অধিক লোক জন ছিল না, এজন্য রামশঙ্করকেও মৃত দেহ ধরিয়া উঠানে নামাইতে হইল। রামশঙ্কর পাএর দিক্ ধরিয়াছিল, এজন্য তাহার কাপড়ে বিষ্ঠা লাগিয়াছিল। ইহার কয়েক দিন পরে পল্লীর আর এক ব্যক্তির পীড়া হওয়ায় রামশঙ্করকে ডাকিতে আসিল। রামশঙ্কর কোনও মতেই যাইতে চাহিল না, পরে নিতান্ত জেদ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া যাইতে সম্মত হইল, এবং কহিল—চল যাই, কিন্তু আমি পা ধরিতে পারিব না।

পাঁচ ছেলের বাপও ত আছে।

(৬৪)

উদরাময় থাকায় শ্রীধরতর্করত্নের ব্রাহ্মণী রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া ৩। ৪ বার বাহিরে যাইতেন। এক দিন তর্করত্ন কহিলেন, তুমি রাত্রিকালে ওরূপ একলা বাহিরে যাও, ইহা ভাল নহে। ব্রাহ্মণী অনাদরসূচক বাক্যে কহিলেন—আমি পাঁচ ছেলের মা—আমার আবার ভয় কি?—তর্করত্ন ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন—বলি—পাঁচ ছেলের বাপও ত আছে।

পাঁঠায় জন্ম।

(৬৫)

কে কত পাঁঠাভক্ত তাহারই গল্প চলিতেছিল। তন্মধ্যে ধনকৃষ্ণ কহিল—আমার পাঁঠা খাওয়ার কথা কহিও না—পাঁঠায় আমার জন্ম বলিলেই হয়—দাদা আবার আমারই বাবা।

পাঁঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ।

(৬৬)

অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। একদা তিনি কোনও সভায় গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকটে যে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করুক, একেবারেই তাহার উত্তর করিব। যাঁহার বাটীতে সভা, তিনি ঠকাই-

বার জন্য এক জন ভাল অধ্যাপককে ছাত্ররূপে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করাইলেন। অভয়ানন্দ পূর্ব্বপক্ষকারীকে সামান্য ছাত্র জ্ঞান করিয়া যেমন তাহার উত্তর করিলেন, পূর্ব্বপক্ষকারী অমনি সে উত্তরে দোষ দিলেন। তখন অভয়ানন্দ চকিত হইলেন এবং বুঝিলেন ইনি ছাত্র নহেন—এক জন ভাল অধ্যাপক। তখন তিনি সে দোষের খণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর প্রদান করিলেন; সে বারে আর পূর্ব্বপক্ষকারী কোনও দোষ দিতে পারিলেন না। তখন বাটীর কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন কৈ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এ পূর্ব্বপক্ষে আপনকার উত্তর একেবারে ত হইল না? অভয়ানন্দ কহিলেন বাবু! তুমি যে অন্যায় করিয়াছিলে; তুমি পাঁঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ দিয়াছিলে কেন? আমি প্রথমে পাঁঠা মনে করিয়া পাঁঠাকাটা কোপ মারিয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিলাম এ পাঁঠা নহে মহিষ; এখন মহিষ কাটা কোপ মারিলাম—কাটিয়া গেল।

পিতা দিলেন।

(৬৭)

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র পরিহাস করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নবাগত পারিষদ বসন্তককে কহিলেন বসন্তক! আমার আকারের সহিত তোমার আকারের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে; ইহাতে আমার মনে একটু সন্দেহ

জন্মিয়াছে, তোমার মাতা কি কখনও এ নগরে ছিলেন? বসন্তক কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, না মহারাজ! আমার মাতা এ নগরে কখনও ছিলেন না—পিতা ছিলেন।

পুঁথির মত গোরু মরে না।

(৬৮)

নন্দকুমার শিরোমণি নব্য স্মৃতিগ্রন্থ সমুদয়ই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোনও বিষয়েরই ব্যবস্থা দিতে পারিতেন না। এক দিন গ্রামের এক জন ভদ্র লোক তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, শিরোমণি! তুমি যে এত স্মৃতি পড়িলে, তৎসমুদয়ই বৃথা হইল,—কারণ সামান্য গোপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতেও তোমার ভুল হয়। শিরোমণি উত্তর করিলেন বাবু পুঁথিতে লেখা আছে—জ্ঞানকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত এই—অজ্ঞানকৃত গোবধের প্রায়শ্চিত্ত এই—অপালনজন্য গোমরণের প্রায়শ্চিত্ত এই—ইত্যাদি। কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা লইতে আইসে, তাহারা ত সে সকল কথা কহে না—তাহারা নানা কথা কহে। সে দিন এক জন আসিয়া কহিল—"আমার গোরু পগারের ধারে বাঁধা ছিল—একটা কুকুর তাহাকে তাড়া করিল—সে দৌড়িয়া পলাইবার সময়ে খানায় পড়িয়া পা ভাঙ্গিল—এবং সেই খানেই ৫ দিন

পড়িয়া রহিল—পরে মরিয়া গেল” এরূপ কথা পুঁথিতে কিছুই লেখা নাই; অতএব বাবু! ব্যবস্থা দিব কি—পুঁথির লেখার মত গোরু ত মরে না।

ফেনোপরমে দদ্যাৎ।

(৬৯)

শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য এক জন প্রাচীন কবিরাজ একদা কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, শাস্ত্রে যেরূপ লেখা থাকে, ঠিক সেরূপ করিলে ঔষধ পত্র হয় না—এই দেখ তৈলপাক প্রকরণে শাস্ত্রে আছে—মূর্চ্ছাদ্রব্য সকল ‘ফেনোপরমে দদ্যাৎ’—অর্থাৎ ফেনার উপর্ মে দিবে। কিন্তু ফেনার উপরে দিলে তৈল ভাল হয় না, এই জন্য আমরা ফেনার নিবৃত্তি হইলে তবে দিই।

বলিদানের বাজনা।

(৭০)

কৃষ্ণহরি, রামহরিকে জিজ্ঞাসা করিল আজি তোমাদের কি রান্না হইয়াছিল?—রামহরি কহিল ভাই! সে দুঃখের কথা আর কহিও না—আজি কিছুই তরকারি ছিলনা;—আলু ভাতে আর বেগুন পোড়া লইয়া ভাত খাইতে বসিলাম—ভাত ত কোনও মতে মুখে উঠে না, এমত সময়ে পঞ্চাননতলায় বলিদানের বাজ্না বাজিয়া

উঠিল—আমি অমনি তড়্ তড়্ করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিলাম, বাজ্‌নাও থামিল, আমারও তরকারি অভাবে খাওয়া বন্ধ হইল।

বাপ মাএ এমন নামও রাখে।

(৭১)

লালগোলার রাজবাটীর কর্ম্মচারী রামসুন্দরের একদা বাসায় আসিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। তাহার মাতা কহিলেন, বাপু! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি বুড়া মানুষ, এত রাত্রি হইল, ভাত লইয়া বসিয়া আছি। রামসুন্দর কহিলেন মা! রাজার সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম, তাতেই এত রাত্রি হইল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিলে বাপু সুপুরি—সুপুরি। রামসুন্দর কহিলেন সুপুরি নয়—সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট। মাতা কহিলেন—সুপুরি—লণ্ঠন—সুপুরি—লণ্ঠন—। রামসুন্দর কহিলেন, না মা সুপুরিও নয় লণ্ঠনও নয়—সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট। সে বারে মাতা সে কথার আর উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কহিলেন—হা বাপু, বাপ মাএ এমন নামও রাখে যে, মুখ দিয়া বেরোয় না।

বাপের বাড়ীর মতই প্রসব হই।

(৭২)

রামেশ্বর দাস বিবাহ করিয়াই বিদেশে গিয়াছিল। বহুদিন পরে দেশে আসিয়া স্ত্রীকে শ্বশুরালয় হইতে আপন বাটীতে আনিল। ৩।৪ মাস পরেই উক্ত স্ত্রীর গর্ভ খুব উচ্চ হইয়া উঠিল। তখন সে এক দিন কোনও প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা—তোমাদের দেশে ক মাসে প্রসব হয়?"—প্রতিবেশিনী উত্তর করিল "দশ মাসে"—কুলকামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল "সে কি গা!—আমার বাপেদের দেশে যে ছ মাসে প্রসব হয়!—যাহউক বোন্! এবারে আমি বাপের বাড়ীর মতই প্রসব হই—পরে আবার যখন্ হইবে, তখন্ তোমাদের দেশের মতই প্রসব হব।"

বাবা কি কলই করে গিয়েছে।

(৭৩)

রাজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন—কলিকাতার মধ্যে কয়েকটী বাড়ী করিয়া ছিলেন, তাহাতে মাসিক ভাড়া অনেক আসিত. তদ্ভিন্ন নগদ টাকাও তাঁহার কিছু ছিল। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার এক মাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সকল বিষয়ের

অধিকারী হইল। রাজচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি গোবিন্দের লেখা পড়া কিছুই হয় নাই। এখন পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দের অনেক ইয়ার জুটিল—তাহাদের সংসর্গে ও প্রবর্ত্তনায় গোবিন্দ তামাক, চরস, গাঁজা, গুলি, আফিং, মদ, বেশ্যা প্রভৃতি সকল নেশাতেই পরিপক্ক হইল। নগদ টাকা যাহা ছিল, জলের ন্যায় খরচ হইয়া কিয়দ্দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইল। সুতরাং আর ইয়ারকী চলে না। তখন ইয়ারেরা গোবিন্ বাবুকে ২।৪টী বাড়ী বেচিবার জন্য ধরিল। ইয়ারদিগের অনুরোধ অকাট্য—গোবিন বাবু সম্মত হইল। বহুবাজারের বাড়ীটার মূল্য বিশ হাজার টাকা হইত, কিন্তু ইয়ারদিগের যত্নে উহা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রীত হইল—এইরূপে হাটখোলার বাড়ী, যোড়াসাঁকোর বাড়ী, বাগবাজারের বাড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি বাটী ইয়ারদিগের সম্মানরক্ষার্থ ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করা হইল। এক দিন গোবিন বাবু একটী বাটী বিক্রয় করিয়া গুলিতে দম দিয়া বসিয়া আছে, বাটীবিক্রয়ের টাকাগুলি সম্মুখে রাশি করা রহিয়াছে—দেখিয়া গোবিন বাবুর মনে বড় স্ফূর্ত্তি হইল এবং আপন মনেই কহিল—“কি মজা! কোথায় বাড়ী থাকে, তার ঠিকানা নাই—দালাল ব্যাটারা আসে—কত খোসামোদ করে—আমি তাদের একটা কাগজে নাম সই মাত্র করে দিই—আর ব্যাটারা বাড়ীবয়ে রাশি রাশি

টাকা দিয়া যায়! বাবা ব্যাটা কি মজার লোকই ছিল—কি কলই করে গিয়েছে!”

বোবারও শত্রু আছে।

(৭৪)

একদা মাঘ মাসের রাত্রিতে কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশ চন্দ্রের সভায় সমবেত অনেক ভদ্র লোকের নানাবিধ কথোপকথন হইতেছিল—কিন্তু তথাকার আমীন এক পার্শ্বে চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল। ইহা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন ‘আমীন! তুমি চুপটী করিয়া বসিয়া আছ কেন? আমীর উত্তর করিল, কোনও কাজ নাই—কি করিব চুপ করিয়া বসিয়া আছি। রাজা বলিলেন, কোন কাজ নাই এই জন্য চুপ করিয়া আছ? আচ্ছা তোমায় কাজ দিতেছি—দীঘীর দক্ষিণে যে পতিত জমী আছে, তাহা জরীপ করিয়া আইস। রাজাজ্ঞা—অন্যথা করিবার যো নাই—আমীনকে সেই শীতে মাঠে যাইবার জন্য উঠিতে হইল—কিন্তু সে যাইবার সময়ে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল মহারাজ! আমার অপরাধ এই যে, আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, আমার জানা ছিল বোবার শত্রু নাই, কিন্তু আজি দেখিলাম বোবারও শত্রু আছে।

ভ্রম ত সেরে কও।

(৭৫)

দেবীচরণ তর্কভূষণ আপনাকে নৈয়ায়িক বলিয়া প্রচার করিতেন, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে বিদ্যা সাধ্য কিছুই ছিল না। একদা এক সভাস্থলে একটী নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁহার নিকট পূর্ব্বপক্ষ করিবার উদ্দেশে "হ্রদো বহ্নি-মান্ ধূমাৎ" ন্যায়শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এই ভ্রমানুমানের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সাজাইতে আরম্ভ করিল। তর্কভূষণ তাহার কিছুই বুঝিলেন না—কেবল ছাত্রের উক্ত সংস্কৃত বাক্যটীর অর্থ বুঝিলেন। সভাতে বিদ্যাপ্রকাশ করিতে না পারিলে কর্ত্তার নিকটে প্রতিপত্তি হয় না এবং বিদায়ও কম হয়—এ জন্য তিনি কর্ত্তাকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়াই হাত পা নাড়িয়া ও নানাবিধ বিদ্রূপ করিয়া বিচারস্থল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন দেখ বাবু! একটা অর্ব্বাচীন—কিছুই জানে না; বিচার করিতে আসিয়াছে। ও টা বলিতেছে কি শুনিবেন? "হ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" হ্রদে বহ্নি আছে, যে হেতু—বোঝ দেখি বাবু! হ্রদেও কি কখনও বহ্নি থাকে? কি অসঙ্গত কথা! এই কথা শুনিয়া নৈয়ায়িক ছাত্রটী দৌড়িয়া নিকটে আসিল এবং কর্ত্তাকে সম্বোধনকরিয়া কহিল বাবু! আপনি উঁহার চাতুরীতে ভুলিবেন না—আমি যে অনুমানবাক্য বলিয়াছি উহা

ভ্রম। তর্কভূষণ শুনিয়াই হাত নাড়িয়া উচ্চস্বরে কহিলেন—আরে ভ্রম ত সেরে কও।

মরণের একটা ঠিক আছে।

(৭৬)

রামনয়ন বাল্যকালেই গাঁজা খাইতে অভ্যাস করিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে গাঁজা খাওয়া বড়ই বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে কাশীরোগ উপস্থিত হইয়া রামনয়নকে অস্থিচর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট করিল। একদা তাহার এক জন আত্মীয় তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল এবং গাঁজা খাওয়ার জন্য চরমে তাহাকে রক্ত গাগিয়া মরিতে হইবে বলিয়া বার বার ভয় দেখাইল। রামনয়ন মুকুলিতনয়নে গম্ভীরস্বরে কহিল বাবা! সকলকেই মরিতে হইবে—কিন্তু তোমরা জ্বর, কি বসন্ত, কি ওলাউঠা, কি পক্ষাঘাত; কি—কি রোগে যে মরিবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই—আমরা গাঁজা খাই—সুতরাং রক্তহেগেই মরিব—তবু আমাদের মরণের একটা ঠিক আছে।

মাথা দেখি নাই।

(৭৭)

রামচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কয়েক জন

গুলীখোরে এক আড্ডায় গুলী খাইত। দৈবাৎ তথায় এক দিন কলহ উপস্থিত হওয়ায় শ্যামচন্দ্র ক্রোধে ও গুলীর ঝোঁকে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মাথাটা কাটিয়া ফেলিল। তখন আড্ডাস্থিত সকলেরই ভয় হইল এবং কিরূপে এ দায় হইতে মুক্ত হইবে, তাহারই পন্থা দেখিতে লাগিল। কয়েক জনে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণচন্দ্রের মুণ্ডটা দূরতর স্থানে ফেলিয়া দিয়া আসিল—তথায় উহা শকুনিতে খাইয়া ফেলিল—কিন্তু পোলিসের লোক আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় দেহটা সরাইতে পারিল না। অনন্তর সকলে বসিয়া গুলীতে টান দিল এবং আদালতে তলব হইলে তথায় কি বলিলে এ দায় কাটিয়া যাইবে, তাহার পাকা পরামর্শ আঁটিয়া রাখিল। পরে পোলিষের লোকেরা তাহাদিগকে আদালতে চালান দিল—তথায় বিচারকের সমক্ষে পূর্ব্বে আঁটা পরামর্শানুসারে সকলেই এই জমানবন্দী দিল যে, "আমরা কৃষ্ণচন্দ্রকে চিনিতাম; কৃষ্ণচন্দ্র অনেক দিন হইতে আমাদের আড্ডায় আসিত এবং গুলিটুলি খাইত; উহার মাথা কেহ কাটে নাই—কারণ উহার মাথা ছিলই না। থাকিলে আমরা অবশ্যই দেখিতাম—আমরা কখনও উহার মাথা দেখি নাই।

মাপিয়া দেখুন।

(৭৮)

রাজা হবুচন্দ্রের এক দিন পৃথিবীর মধ্যস্থল দেখিবার ইচ্ছা হইল। সভাসদ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই, দেখাইতে পারি, বলিল না। অনন্তর সোণার চেঙ্গাড়া ফিরাইয়া নগরে ঢ্যাট্‌রা দিলেন "যে তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যস্থল দেখাইতে পারিবে, সে অর্দ্ধ রাজ্য পাইবে"। ৩।৪ দিন ঢ্যাট্‌রা দেওয়ার পর এক নাপিত ঐ চেঙ্গাড়া ধরিল এবং পৃথিবীর মধ্যস্থল প্রদর্শনকার্য্যের উপকরণের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ হাত দড়ি, একটা গোঁজ ও একটা মুগুর প্রার্থনা করিল। রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সে সকল তাহাকে দেওয়া হইল। অনন্তর নাপিত সেই গোঁজ, দড়ি, মুগুর ও রাজাকে সঙ্গে লইয়া এ দেশ ও দেশ নানাদেশ ভ্রমণ করিল, এবং পরিশেষে এক পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ এক গর্ত্ত মধ্যে মুদ্গরের দ্বারা সেই গোঁজ পুতিয়া এবং দড়ির প্রান্ত সেই গোঁজে বান্ধিয়া কহিল মহারাজ! পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল এই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া বুঝিব? নাপিত উত্তর করিল আমি বলিতেছি আমার কথায় বুঝিবেন। রাজা কহিলেন তোমার কথায় বিশ্বাস কি?—নাপিত উত্তর করিল বিশ্বাস না হয়, এই দড়ি আছে—মাপিয়া দেখুন।

মালায় আছি।

(৭৯)

গোপীনাথগোস্বামী হরিদাসবাবাজীকে সঙ্গে লইয়া শিষ্যবাটী যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে আহারাদি করিবার জন্য এক চটীতে অবস্থিতি করিলেন। হরিদাস তল্পী নামাইয়াই স্নান করিয়া আসিয়া কুঁড়জালী মালা লইয়া জপ আরম্ভকরিল। গোসাঁইজী স্নানাহ্নিক করিয়া হরিদাসকে কহিলেন "হরিদাস! পাকের স্থানটা পরিষ্কার করিয়া দেও" হরিদাস উত্তর করিল "আজ্ঞে মালায় আছি"। শিষ্য মালায় থাকিলে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা প্রভুদিগের কর্ত্তব্য নহে--এ জন্য গোসাঁইজী স্বয়ং পাকের স্থান পরিষ্কারকরিয়া লইলেন এবং কহিলেন "হরিদাস! এক কলসী জল আন"—হরিদাস —"আজ্ঞে মালায় আছি"—প্রভু স্বয়ং জল আনিয়া পাকারম্ভ করিলেন, পরে কহিলেন "হরিদাস! বাটনা ও কুটনাগুলা প্রস্তুত করিয়া দেও" হরিদাস "আজ্ঞে মালায় আছি"—প্রভু স্বয়ং বাটনা বাটিয়া ও কুটনা কুটিয়া লইলেন পরে কহিলেন;"হরিদাস! কাষ্ঠগুলা বড় মোটা, এই কুড়ুল আছে—এগুলা একটু সরু করিয়া দেও"—হরিদাস—"আজ্ঞে মালায় আছি" প্রভু স্বয়ংই কাষ্ঠ চেলা করিয়া লইলেন, এবং আর আর সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে সমাধানকরিয়া পাক সমাপ্ত হইলে ভোজন করিলেন এবং হরিদাসকে কহিলেন "হরিদাস! প্রসাদ

পাও"—তখন্ হরিদাস মালা রাখিয়া "প্রভুর আজ্ঞা আর কত লঙ্ঘন করিব"—বলিয়াই প্রসাদ পাইতে বসিল।

মোক্ষদা বি য়্যাসি ?

(৮০)

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া গঙ্গাতীরে শীতে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্খলিতস্বরে "সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা" ইত্যাদি স্তবপাঠ করিতেছিলেন। ঘাটে নৌকায় একজন খোট্টা মহাজন ছিল। সে বিদ্যাবাগীশের অবস্থা দেখিয়া নৌকার বাহিরে আগমন পূর্ব্বক কহিল "ভটাচাজ্ মহাশয়! গঙ্গা যেস্ মাফিক 'সুখদা'ও ত আপ্‌কা হাল্‌মে মালুম্ হোতা হ্যা—গঙ্গা—'মোক্ষদা' বি য়্যাসি ?!

যদ্ ভবেৎ তদ্ ভবিষ্যতি।

(৮১)

নিমচাদ তাঁতীর দুই স্ত্রী—তাহার উঠানে প্রচুর তুলসীগাছ ছিল। অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য তথায় প্রত্যহ তুলসী তুলিতে যাইতেন এবং—

তন্তুবায়স্য যে ভার্য্যে পদ্মিনী পদ্মলোচনা।
একাং ভার্য্যাং হরিষ্যামি যদ্‌ভবেৎ তদ্ভবিষ্যতি॥

এই বলিয়া তুলসী তুলিতেন। নিমচাঁদ ঐ শ্লোকটীকে তুলসীতোলার মন্ত্র বলিয়া বুঝিল—এবং তাঁত বুনিতে বুনিতে প্রতিদিন শুনিয়া শিখিয়া ফেলিল। পরে এক দিন উমাচরণতর্কচুঞ্চু তথায় তুলসী তুলিতে যাইলে নিমচাঁদ তাঁহাকে তুলসীতোলারমন্ত্রটী বলিতে অনুরোধ করিল। তর্কচুঞ্চু "তুলস্যংমৃত নামাংসি" ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিলে নিমচাঁদ হাসিয়া কহিল ঠাকুর! ও ত তুলসীতোলার মন্ত্র নয়—আমি মন্ত্র শিখিয়াছি—শোন, এই বলিয়া "তন্তুবায়স্য দ্বে ভার্য্যে" ইত্যাদি আরম্ভ করিল। তর্কচুঞ্চু জিজ্ঞাসিলেন, এ মন্ত্র তুমি কোথায় শিখিলে? নিমচাঁদ সমুদয় কহিল। তর্কচুঞ্চু বুঝিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি নিমচাঁদকে কি শিখাইয়া দিয়া গেলেন। পরদিন যথাসময়ে অম্বিকাচরণ আসিয়া "তন্তুবায়স্য দ্বে ভার্য্যে" ইত্যাদি পাঠপূর্ব্বক তুলসীচয়ন আরম্ভ করিলে পর নিমচাঁদ—

> অরে বিপ্র দুরাচার সন্ধ্যাহ্নিকবিবর্জ্জিত।
> নারাজেন শিরো হন্মি যদ্ভবেৎ তদ্ভবিষ্যতি॥

এই বলিয়া তাঁতের নারাজদণ্ডটী মাটীতে আছড়াইতে লাগিল।—দেখিয়া ও শুনিয়া অম্বিকাচরণের প্রস্থান।

যার টাকা নাই তার বুদ্ধি চাই না।

(৮২)

গৌরদাসদত্ত জাতিতে সুবর্ণ-বণিক্—ব্যবসায়-

বাণিজ্য করে। সে একদিন বাটী হইতে টাকা লইয়া স্থানান্তরে যাইবার সময়ে টাকার থলিয়াটী বলদের এক পৃষ্ঠে চাপাইয়া অপরপৃষ্ঠে তত্তুল্য কোনও ভার না থাকায় স্বয়ং থলিয়ার প্রান্তভাগ ধরিয়া সেই পৃষ্ঠে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িল। মাঠের ঢিবি ঢাবায় ঠেকিয়া গৌরদাসের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল—স্থানে স্থানে কাঁটা—ঝোড়—জঙ্গলে আহত হওয়ায় শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া পড়িল—গৌরদাস তথাপি থলিয়ার মুখ ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতেই চলিল। পথিমধ্যে রামজীবন মিত্র নামে এক কায়স্থের সহিত দেখা হইল। রামজীবন গৌরদাসের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক্ হইল, এবং গৌর-দাসকে কহিল আর তোমায় এরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না—আমি তোমার বলদের ভার দুই পৃষ্ঠে সমান করিয়া দিতেছি; এই বলিয়া সে বলদের পৃষ্ঠ হইতে থলিয়া নামাইল এবং তাহার মুখ বাঁধিয়া দুই [illegible] সমান সমান টাকা সাজাইয়া মধ্যস্থল দড়ি দিয়া বাঁধিল —পরে ঐ থলিয়া বলদের পৃষ্ঠমধ্যে চাপাইয়া দিলে সে সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গৌরদাস বড়ই প্রীত ও চমৎকৃত হইল, এবং রামজীবনকে কহিল ভাই! যখন্ তোমার এমন বুদ্ধি, না জানি, তোমার কত টাকাই আছে। রামজীবন কহিল না ভাই! আমার টাকা কড়ি কিছুই নাই, আমি গরীব মানুষ—

চাক্‌রী বাক্‌রী নাই—উমেদারী করিয়া বেড়াই। গৌরদাস সে কথায় বিশ্বাস করিল না—কহিল না ভাই! তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না—সত্য করিয়া বল—তোমার কত টাকা আছে? যার বুদ্ধি এমন, তার টাকা না থাকা কোনওমতেই সম্ভব নহে। রামজীবন পুনর্ব্বার সত্যকথাই বলিল। এইরূপ বার বার প্রশ্নোত্তরের পর যখন গৌরদাস নিশ্চয়ই বুঝিল যে, রামজীবনের টাকা নাই—তখন সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া "যার টাকা নাই—তার আবার কিসের বুদ্ধি?—তার বুদ্ধি আমি চাই না" এই বলিয়া টাকা খুলিয়া পূর্ব্ববৎ করিয়া বলদের পৃষ্ঠে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।

যো লেতা সো ছোড় গিয়া।

(৮৩)

একদা দিল্লীর সম্রাট্ হস্ত্যারূঢ় হইয়া নগর-ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে রাস্তার ধারে পতিত এক জন মাতাল তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেঁও জী—হাতী বেচোগে?"—বাদসাহ সে দিন তাহাকে হাজতে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন এজলাসে তাহাকে উপস্থিত করায় বাদসাহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেঁও জী—হাতী কিনোগে?—মদিরাসেবী তখন প্রকৃতিস্থ হই-

যাছিল—সুতরাং কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল "নেহি হুজুরৎ! যো লেতা সো ছোড় গিয়া"।

রাজাক্ষর।

(৮৪)

বর্দ্ধমান মহারাজের হস্তাক্ষর অতি কদর্য্য—তাহা প্রায় পড়িতেই পারা যায় না। এক দিন তাঁহার সম্মুখেই ঐ কথার আন্দোলন হইতেছিল। এমত সময়ে তাঁহার এক কর্ম্মচারী কহিল, মহারাজ! আপনকার অক্ষর যে, পড়া যাইবে না তাহা বিচিত্র নহে—কারণ মানুষের অক্ষরই পড়া যায়—দেবতাদিগের অক্ষর অর্থাৎ দেবাক্ষর পড়া যায় না—দেবাক্ষরের পরই রাজাক্ষর।

রান্না চড়ান যাগ্‌গে।

(৮৫)

রামদেব ও কামদেব নামক দুইটী নৈয়ায়িক এ সন্ধ্যার পর টোলে বসিয়া পুস্তক লইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছিল। পুস্তকের একটা স্থল কোনওমতেই সংলগ্ন হইতেছিল না। উভয়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক ও চিন্তা করিল, কিছুতেই পাঠ লাগাইতে পারিল না। অনন্তর কামদেব বিরক্ত হইয়া শয়ন করিল, এবং রামদেবকে কহিল, তুমি পাঠ লাগাইবার চেষ্টা দেখ—আমি একটু ঘুমাই—পরে পাক শাক করিয়া খাওয়া যাইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামদেব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কামদেবের নিদ্রাভঙ্গ করিল, এবং মহাহ্লাদসহকারে কহিল, উঠ—পাঠ লাগিয়াছে। কামদেব জাগরিত হইয়া ততোধিক আহ্লাদের সহিত কহিল—আঃ—পাঠ লাগিয়াছে? —রাম বল—বাঁচা গেল—চল অনেক রাত্রি হইয়াছে—রান্না চড়ান যাগ্‌গে।

রাম শব্দের টাএ।

(৮৬)

ব্রহ্মণ্যদেববিদ্যার্ণব ব্রহ্মঠাকরুণকে ঘটোৎসর্গ করাইবার সময়ে "মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং শাণ্ডিল্যগোত্রা শ্রীব্রহ্মময়ী দাসী" ইত্যাদি বাক্য বলাইতে ছিলেন। মধ্যে ব্রহ্মঠাক্‌রুন কহিলেন "ভট্‌চাজ্জি মশায়! আমরা বামণের মেয়ে—আমাদের 'দাসী' বলায় কি? 'দেবী' বলাইতে হয় না কি?" বিদ্যার্ণব রাগিয়া কহিলেন, এইমাত্র আমি রাজা নবকৃষ্ণের মেয়েকে দাসী বলাইয়া ঘটোৎসর্গ করাইয়া আসিলাম;—রাজা নবকৃষ্ণের মেয়ে দাসী—আর তুমি বেটী দেবী? ব্রহ্মঠাকুরুন্ সবিনয়ে কহিলেন, ভট্‌চাজ্জি মশায়!—রাজা নবকৃষ্ণ—রাজা বটেন—বড়মানুষ বটেন—সকল পক্ষেই বড় বটেন—কিন্তু জাতিতে তিনি কি বামণের চেয়ে বড়?—বিদ্যার্ণব শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন—তবে তোর ঘটোৎসর্গ করা নয় বল্?—

আমার সঙ্গে বিচার করা!—আচ্ছা তাই আয়—বল্ দেখি বেটি! রাম শব্দের টাএ কি পদ হয়?

লীলাসম্বরণ করাও ভাল।

(৮৭)

ব্রজলাল গোস্বামীর ৪।৫ দিন জ্বর—কবিরাজ আসিয়া বিল্বপত্রের রস খাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেল। গোস্বামীর নিকট কয়েক জন বৈষ্ণব পরিচারক থাকিত। তিনি তাহাদিগের মধ্যে নিতাইদাসের প্রতি গোটাকত বিল্বপত্র আনিবার আদেশ দিলেন। নিতাইদাস বিল্বপত্রের নাম করে না—তে ফড়্কার পাতা বলে—সে উহা আনিবে কেন?—আনিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে গোঁসাইজী, বিল্বপত্র আনা হইয়াছে কি না? জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতাইদাস একটা ওজোর করিয়া কাটাইয়া দিল। এইরূপ ২।৩ বার জিজ্ঞাসা ও ২।৩ বার ওজোরের পর নিতাইদাস গোস্বামীর নিকটে গি[illegible] গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল "প্রভু! ও অখাদ্য গুলা খাওয়া অপেক্ষা লীলাসম্বরণ করাও ভাল।"

শরীরং।

(৮৮)

ছাত্র রামধনকে এক জন জিজ্ঞাসা করিল গো

শব্দের ২য়ার বহুবচনে কি পদ হইবে? রামধন চক্ষুঃ স্থির করিয়া চালের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল। রামধনের অধ্যাপক গোবিন্দ শিরোমণি নিকটে ছিলেন। তাঁহার ছাত্র অপ্রতিভ হয়, দেখিয়া—বলিয়া দিতে ইচ্ছা হইল। যাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে "গাঃ" এই পদ হয়। এই জন্য শিরোমণি অন্যের অলক্ষিতে তাহাকে আপনার গা দেখাইয়া দিলেন। ছাত্র বড় বুদ্ধিমান্—সে ভাবিল পণ্ডিত মহাশয় যাহা দেখাইয়া দিলেন তাহাতে 'গা' হয়—কিন্তু ও শব্দটা অশুদ্ধ—উহা শুদ্ধ করিয়া বলা উচিত—এই বিয়া সে উত্তর করিল—আজ্ঞে গো শব্দের ২য়ার বচনে পদ হইবে—শরীরম্।

শালা।

(৮৯)

হরিনাথ মল্লিক তাঁহার এক ভগিনীপতির সহিত কোনও কুটুম্বের বাটীতে গিয়াছিলেন। তথায় কয়েক জন যুবক তাঁহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল 'উনি আপনকার কে হন?'—হরিনাথ উত্তর করিলেন, 'উনি আমার ভগিনীপতি'। যুবকেরা পরিহাস করিবার উদ্দেশে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি উহাঁর কে হন?' হরিনাথ কহিলেন—যাহা বলিলাম, তাহাতেই ত বোঝা গিয়াছে—আবার জিজ্ঞাসা

কেন? --যুবকেরা সে কথা শুনিল না—[illegible]র জেদ্ করিতে লাগিল। তখন হরিনাথ উত্তর ক[illegible]লেন 'আমি উহাঁর যা হই, তা কি না বলিলে আপনা[illegible] ছাড়িবেন না?—আপনাদিগকে কি তা নিতান্তই ব[illegible] হইবে?" —যুবকেরা কহিলেন—হাঁ বলিতে হইবে—[illegible]। তখন হরিনাথ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ক[illegible] একটু উচ্চস্বরে কহিলেন —" শালা "।

শালা বলি কাকে।

(৯০)

কালিদাস রায় মূর্খ,—গোঁয়ার—দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য—বাপকে, যাহা ইচ্ছা, কটুকাটব্য কহে। একদা এক স্থলে কয়েক জন ভদ্র লোক বসিয়াছিল। [illegible]লি-দাস সেইখানে কথায় কথায় বাপকে শাল[illegible] [illegible]য়া বসিল। পিতা রামচন্দ্র সেখানে আর কিছু [illegible] বলিয়া বাটীতে আসিল, এবং আপন অদৃষ্টের বহুতর নিন্দা করিয়া পুত্রকে কহিল, তুই বাটীর ভিতরে আমায় যা—বলিতে ইচ্ছা হয়, বল্—দশজন লোকের সমক্ষে—সভার মধ্যে কি বুঝিয়া আমায় শালা বলিলি? তোরও মরণ হউক—আমারও মরণ হউক! পিতার এইরূপ আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া কালিদাস কহিল—বাবা! দুঃখ করিও না, সে সময়টায় আমার বড় রাগ হইয়াছিল, এজন্য শালা বলিতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু শালা বলি কাকে? যদি

অন্য কাহাকেও বলিতাম, সে ঠেঙ্গাইয়া দিত—তুমি ঘরের বাপ, তোমায় বলিলাম—তুমি কিছু বলিতে পারিলে না।

শিঙা হইলে ফুঁকিত।

(৯১)

কয়েক বৎসর গত হইল কলিকাতাস্থ বাঙ্গালা মেডিকাল কালেজে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষক ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চবিংশতি নামক পুস্তকের একটী প্রবন্ধ পাঠকরিতে দিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু পাঞ্চজন্য বাজাইয়া" এইরূপ লিখিত আছে। পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন "পাঞ্চজন্য শব্দের অর্থ কি?"—পরীক্ষার্থী উত্তর করিল "শিঙা"। পরীক্ষক কহিলেন "না বাপু! পাঞ্চজন্য শব্দের অর্থ 'শিঙা' নহে, শিঙা হইলে 'বাজাইত না, শিঙা হইলে 'ফুঁকিত'।"

শ্বশুরের পো।

(৯২)

চাষাদের মধ্যে অনেকে বাপ খুড়া জেঠা প্রভৃতি গুরুতর লোকদিগের নাম ধরিয়া না ডাকিয়া ঘোষের পো দাসের পো পালের পো ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করে। এক দিন যদুগোপ লাঙ্গল স্কন্ধে বাটীতে আসিয়া

দেখিল তাহার শ্বশুর আসিয়াছে। দেখিয়া তাহার অভ্যর্থনার্থ জিজ্ঞাসা করিল—কি গো শ্বশুরের পো—কতক্ষণ ?

ষড়মী ঋতবঃ পুংসি।

(৯৩)

রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ তাঁহার ছাত্রকে "ষড়মী ঋতবঃ পুংসি মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ *" অমরকোষের এই অংশটী পড়াইতেছিলেন। উহার এই অর্থ করিলেন যে "ষড়মী ঋতবঃ" অর্থাৎ ঋতুসকল; "পুংসি" অর্থাৎ পুরুষেরও হয়। যদি বল পুরুষের ঋতু কোন্ স্থানে হইবে ? তদুত্তরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন "মার্গাদীনাং" অর্থাৎ মার্গ প্রভৃতি স্থানে হইবে। যদি বল পুরুষের ঋতু হয়, এমন কথা ত কখনও শুনা যায় নাই ? এতদুত্তরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন "যুগৈঃ ক্রমাৎ" যুগ-ধর্ম্মে হয়—অর্থাৎ কলিযুগের এমনই মাহাত্ম্য যে এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার সকলই ঘটিয়া থাকে।

ষাঁড় ষাঁড় ষাঁড়।

(৯৪)

বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার সময়ে পিটুলীর

* ইহার প্রকৃত অর্থ এই—এই ছয় ঋতু—ঋতুশব্দ পুংলিঙ্গ। মার্গশীর্ষ প্রভৃতি দুই দুই মাসে যথাক্রমে এই এক এক ঋতু হয়।

আলিপনায় নানাবিধ দ্রব্য অঙ্কিত করিয়া তাহাদের পূজা করে। ইহাকে সাঁজ-পূজনীর ব্রত কহে। কোনও স্থানে এক বালিকা সাঁজ-পূজনীর ব্রতে যে মন্ত্র পাঠ করিয়া এক ষাঁড়ের পূজা করিতেছিল, তাহা এই "—ষাঁড় ষাঁড় ষাঁড়—আমি যেন হই জন্ম এয়েস্ত্রী— আমার সতীন হয় যেন ষাঁড়।"

সত্য হয় ত আসিতে বলিও।

(৯৫)

বিধুমুখীর স্বামী বলরাম শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। তথায় তাহার শালী শালাজ প্রভৃতি পাড়ার অনেক কামিনী আসিয়া সর্ব্বদাই তামাসা ঠাট্টা করিত। বলরাম মুখচোরা—সে সকল কথার কিছুই উত্তর করিতে পারিত না। ইহাতে তাহার স্ত্রী বিধুমুখী ঐ সকল কামিনীর নিকটে মুখ পাইত না, এবং সর্ব্বদাই খিদ্যমান থাকিত। একদিন সে স্বামীকে তিরস্কার করিয়া কহিল—তুমি কি! পাড়ার মেয়েরা আসিয়া তোমাকে এত তামাসা করে, তুমি তার একটারও উত্তর করিতে পার না!—ছি!—তুমি এমন মুখ-চোরা! তারা যেমন তামাসা করে,তুমিও তেমনি তামাসা করিতে পার না!—তোমার ভাবভক্তি দেখে আর কেহই তামাসা করিতে আসিতে চায় না। শুনিয়া বলরাম উত্তর

করিল—আমি তামাসা টামাসা বুঝি না—যদি সত্য হয়—তবে আসিতে বলিও।

সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ।

(৭৬)

কোনও সময়ে নবদ্বীপস্থ কতিপয় ছাত্র ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট গর্ব্ব করিয়া কহিল—আপনি যতই বড় হউন—তথাপি নবদ্বীপের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না—যেহেতু চিরপরম্পরায় ইহা প্রসিদ্ধি আছে যে, দিবা রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ একক্ষণের জন্যও নবদ্বীপের মধ্যে সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন। তর্কপঞ্চানন উত্তর করিলেন, তোমাদের নবদ্বীপে সরস্বতী দিবারাত্রির মধ্যে একক্ষণ বৈ অধিষ্ঠান করেন না, এবং সেই ক্ষণেও তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না—কিন্তু আমার ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবা-রাত্র—সর্ব্বক্ষণ—বিরাজমানা এবং যাহার ইচ্ছা হয় আসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া যাউক।——সরস্বতী—নদী।

সলিতা পাকাও।

(৭৭)

রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে বেলা ১৷৷০ প্রহরের সময়ে এক জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত।

বিদ্যাবাচস্পতি বড় কৃপণ—অতিথিকে দেখিয়াই কন্যা পদ্মাবতীকে সম্বোধনকরিয়া বারম্বার কহিলেন "মা সলিতা পাকাও" অতিথি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! এত সকালে সলিতা পাকান কেন? বিদ্যাবাচস্পতি কহিলেন্—বাপু! আমাদের বাটীর ধরণই এইরূপ; এই প্রাতঃকালে সলিতা পাকাইতে কহিলাম, রাত্রি ১॥০ প্রহরের সময়েও সলিতা পাকান হইবে কি না সন্দেহ। অতিথি ভাব বুঝিয়া বোচ্কানীটি বগলে করিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান।

সাত ২ বরষকা দো।

(৯৮)

নবাব মহম্মদ আলী বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। সঙ্গে অনেক লোক জন। যেখানে তাম্বু ফেলিলেন, তথায় অধিক লোকের বসতি ছিল না। ১৪ বৎসরের একটী যুবতী শয্যায় না থাকিলে নবাবের নিদ্রা হইত না। উজীর নবাবের এই অভ্যাসের কথা জানিতেন; সুতরাং তাম্বু ফেলিয়াই তিনি সেই চেষ্টায় নির্গত হইয়াছিলেন। নবাব যথাসময়ে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যায় দুইটী বালিকা শয়ন করিয়া আছে। দেখিবামাত্র কুপিত হইয়া তিনি শয্যাগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং উজীরকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তোমার প্রতি ১৪ বৎসরের ছুকরী

আনিবার হুকুম আছে, তুমি দুইটী বালিকা আনিয়াছ কেন? উজীর জোড়হাতে কহিল হুজুর! হিয়াঁ ত চৌদ্দ বরষ্‌কা একঠো ছুক্‌রী মিলা নেহি, ইসিকাওয়াস্তে বাল্দা সাত সাত বরষ্‌কা দো ছুক্‌রী লে আয়া!

সুখতুণী।

(৯৯)

চিন্তার মার পুকুরের চটীর দোকান ঘরে ক্রমে ক্রমে ৪ জন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪র্থ ব্যক্তি সকলের সহিত আলাপপরিচয় করিবার অভিলাষে ১মকে জিজ্ঞাসা করিল " আপনকার নিবাস কোথায়?" —সে কহিল—"মূলাযোড় "। ২য়কে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল—" বেগুনে"। ৩য় ঐ প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল " পলতা "। তখন্ ৩য় ব্যক্তি ৪র্থকে জিজ্ঞাসা করিল " আপনকার নিবাস?"—৪র্থ কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল—" আজ্ঞে আমার নিবাস—সুখতুণী।"

হাসি বাহির হইল।

(১০০)

আনন্দময় ভট্টাচার্য্য রূপচাঁদ নাপিতের নিকটে কয়েকটা টাকা খাজনা পাইতেন। প্রতি দিনই তাগাদা

করেন, কোন মতে পান না। একদা ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রূপচাঁদকে গালি মন্দ দিলেন। রূপচাঁদও বিরক্ত হইয়া কহিল ঠাকুর! আজি তোমার টাকার কিনারা না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না; এই বলিয়া ঘর হইতে কতকগুলি তেঁতুলের বীজ বাহির করিয়া এক খানি পতিত জমিতে ছড়াইয়া কহিল, ঠাকুর! এই তোমার টাকার কিনারা করিলাম। ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন উহাতে টাকার কিনারা কি হইল?—রূপচাঁদ উত্তর করিল, এই যে বীজ ছড়াইলাম, ইহাতে যে তেঁতুল গাছ হইবে, তাহা বেচিলেই তোমার টাকা। ভট্টাচার্য্য শুনিয়া হাসিলেন। রূপচাঁদ কহিল, এই দেখ ঠাকুর এতক্ষণ কতই রাগিতেছিলেন, এখন নগদ টাকা গুলি হাতে পাইলেন, আর মুখ দিয়া হাসি বাহির হইল!